

Dizitalizing Lives Towards Smart Bangladesh

Editor Zafar Wazed

Editorial Panel Ashfaq Zaman Adnan Faisal Mustafizur Rahman

Content Masum Billah Syed Altefat Hossain Md. Jahid-E-Hasan

Cover Sabyasachi Hazra

Design & Illustration Khaled Arafat Ishtiak Ahmed

Printing & Content Supported by BOXOFFICE

ISBN 978-984-35-4526-8

Publication rights © a2i-Aspire to Innovate

This book contains materials protected under copyright and publishing law of the Peoples' Republic of Bangladesh. Any unauthorised reprint or use of these materials is prohibited. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electrical or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without expressed written permission from the content and copyright owners.

Advisory Panel Zunaid Ahmed Palak, MP Md Shamsul Arefin Dr Dewan Muhammad Humayun Kabir Anir Chowdhury Manik Mahmud

First Published June, 2023

Publisher & Distributor a2i-Aspire to Innovate

DIGITALIZING LIVES SMART BANGLADESH

In the face of the catastrophic COVID-19 pandemic, the citizens of Digital Bangladesh have been able to enjoy the massive advantages of digitalization, providing citizens with convenient access to vital services from home. Services such as healthcare, education, office, court proceedings, banking, and shopping all went online. Technological advancements saved time and costs, improving lives significantly.

This publication, showcases the stories of transformative impact of digital services on society, highlighting service delivery advancements that enhances overall quality of life, reaching even the remotest of areas. Telemedicine, online learning, and digitized government assistance including safety net programs has facilitated greater inclusion bridging the digital divide. The Aspire to Innovate (a2i) Programme of the Cabinet Division and ICT Division supported by UNDP Bangladesh have emerged as a transformative agent in redefining public service delivery.

The stories feature how some of the initiatives such as National Portal, Digital Centre, National Helpline-333, e-mutation, MyGov, e-Nothi, Muktopaath, Teacher's Portal, Konnect, NISE, ekPay and ekShop of a2i have transformed people's dreams into reality, especially in the remote areas.

Bangladesh's ICT-based public service innovation has emerged as a leading pioneer in the Global South. As global prosperity and opportunities arise, the country's role evolves from an importer to an exporter, actively sharing knowledge and providing technical assistance to southern countries worldwide. Leveraging its leapfrogging experience, Bangladesh has effectively supported digital progress, aiming to bridge the digital divide in various LDCs and developing nations through advisory and knowledge support. Notably, Bangladesh has already assisted Fiji in ICT-based e-governance solutions, the BARMM region of the Philippines with myGov. It also supported Somalia and Jordan with a skills and employment matchmaking platform called NISE, and Turkey, Somalia, and South Sudan with the e-commerce aggregator platform ekShop. Ongoing efforts are underway to replicate these successes in other countries. Building on its cross-country interventions, Bangladesh now offers fund support through the International ICT Innovation (i3) Facility to replicate ICT-based good practices in LDCs and developing nations.

Smart Bangladesh, the next phase of Digital Bangladesh, aims to leverage technology and innovation for economic progress, social justice, and equitable improvement in the lives of the citizens. It envisions transforming the country into a model nation of citizencentric services. 'Smart Bangladesh 2041' has been initiated by Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina of the People's Republic of Bangladesh, with four pillars: Smart Citizens, Smart Society, Smart Government, and Smart Economy. By prioritizing technology infrastructure, research, development, and education, the goal is to create a knowledge-based and innovative Bangladesh by 2041.

Zafar Wazed

ডিজিটাল বাংলাদেশ এর সুফল করোনা অতিমারির সময় দেশের মানুষ ভোগ করেছে। করোনা অতিমারির সংকটকালীন মুহূর্তেও ঘরে বসেই দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে গুরু করে- শিক্ষা, অফিস-আদালত, ব্যাংক, সভা-সেমিনার, কনফারেস ইত্যাদি অনলাইনভিত্তিক করার পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনাকাটা ঘরে বসেই করতে পেরেছেন এবং অনলাইনে নাগরিকরা প্রায় সব ধরনের সেবা পেয়েছেন।

প্রযুক্তিভিত্তিক নানা উদ্ভাবনের ফলে দেশের জনগণের সেবাপ্রাপ্তিতে সময়, ব্যয় এবং যাতায়াত খরচ ব্রাস পেয়েছে। এই প্রকাশনার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশে প্রযুক্তিনির্ভর সেবাপ্রাপ্তির হাজারো সফলতার গল্পের মাঝে কিছু গল্প তুলে ধরা হয়েছে। প্রান্তিক জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে জনমানুষের জীবনমানের যে উন্নতি সাধন হয়েছে সেসব ঘটনা উঠে এসেছে এইসব সফলতার গল্পে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বান্তবায়নাধীন ও ইউএনডিপি'র সহায়তায় পরিচালিত এসপায়ার টু ইনোভেট-এটুআই-এর বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ দেশের জনগণের কাছে আশীর্বাদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে বিশেষ করে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজীকরণ এবং নাগরিকসেবাকে দোরগোড়ায় পৌছে দিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ডিজিটাল সেন্টার, জাতীয় হেল্পলাইন-৩৩৩, ই-মিউটেশন, মাইগভ, ই-নথি, মুক্তপথ, শিক্ষক বাতায়ন, কানেক্ট, নাইস, একপে এবং একশপ-এর মতো এটুআই-এর উদ্যোগগুলো প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষদের স্বপ্নকে বান্তবে রূপ দিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রযুক্তিনির্ভর জনবান্ধব সেবার উদ্ভাবন গ্লোবাল সাউথ-এ অগ্রগামী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বৈশ্বিক সমৃদ্ধি এবং সুযোগ তৈরি হওয়ায়, বিশ্বের দক্ষিণের দেশগুলোতে আমদানিকারক থেকে রপ্তানিকারকের ভূমিকায় বিকশিত হওয়ার পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে জ্ঞান ভাগাভাগিকরণ এবং প্রযুক্তিগত কারিগরি সহায়তা প্রদানে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। প্রযুক্তিগত ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল অগ্রগতিকে কার্যকরভাবে সমর্থন করেছে বাংলাদেশ। জ্ঞান সহায়তা ও উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ডিজিটাল বিভাজন দূর করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে বাংলাদেশ।

উল্লেখযোগ্যভাবে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ফিজিকে প্রযুক্তিনির্ভর ই-গভর্ন্যান্স সমাধান, ফিলিপাইনের বিএআরএমএম অঞ্চলে ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী প্র্যাটফর্ম 'মাইগভ' এর সহায়তা দিয়েছে বাংলাদেশ। সোমালিয়া ও জর্ডানে দক্ষতা এবং কর্মসংস্থানের ম্যাচমেকিং প্র্যাটফর্ম 'নাইস' এবং তুরন্ধ, সোমালিয়া এবং সাউথ সুদানে ই-কমার্স এগ্রিগেটর প্র্যাটফর্ম 'এক-শপ' এর মাধ্যমে সহায়তা দিয়েছে বাংলাদেশ। অন্যান্য দেশেও এই সাফল্য ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আন্তঃদেশীয় মধ্যস্থতার ওপর ভিত্তি করে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রযুক্তিনির্ভর উৎকৃষ্ট চর্চাগুলো ছড়িয়ে দিতে আন্তর্জাতিক আইসিটি উদ্ভাবন (আই-থ্রি) এর মধ্য দিয়ে এখন আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে বাংলাদেশ।

এসব ডিজিটাল পরিষেবা মানুষের জীবন ও কাজের পদ্ধতি উন্নয়নের পাশাপাশি সেবাগ্রহীতার সময়, অর্থ ও ভ্রমণের ভোগান্তি কমিয়েছে। সরকারি সেবার ডিজিটাইলাইজেশন, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির পাশাপাশি সেবাকে উন্নত করেছে যাতে তা জনগণের জন্য সহজলভ্য হয়। টেলিমেডিসিন পরিষেবাগুলো মানুষের জন্য দেশের প্রান্তিক অঞ্চল থেকে চিকিৎসা পরামর্শ ও সেবা নেয়া সম্ভব করে তুলেছে। অনলাইন লার্নিং প্র্য্যাটফর্মগুলো প্রত্যন্ত বা সুবিধাবঞ্চিত এলাকার মানুষের কাছে শিক্ষাকে আরও সুলভ করে তুলেছে। সরকারি সাহায্য ও নিরাপত্তাবেষ্টনী ভাতা ডিজিটাইলাইজেশনের ফলে সারাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, সেবা গ্রহণের পর গণমানুষের জীবনে যে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে বা জীবনমানের আমূল পরিবর্তন হয়েছে এবং গণমাধ্যমে উঠে এসেছে সেসব ঘটনার কিছু খণ্ডচিত্রের সংকলন এই প্রকাশনা। এই প্রকাশনার মাধ্যমে সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে আমাদের পথচলা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে।

ম্মার্ট বাংলাদেশ, ডিজিটাল বাংলাদেশের পরবর্তী রূপকল্প, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে এগিয়ে যাবে। ম্মার্ট বাংলাদেশ একটি দূরদর্শী ধারণা, যা প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশকে নাগরিকবান্ধব সেবার মডেল রাষ্ট্র হিসেবে তৈরি করবে।

একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক ও উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অভিপ্রায়ে শুরু হয়েছে 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১' এর অগ্রযাত্রা। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বান্তবায়নে চারটি ভিত্তি ১. স্মার্ট সিটিজেন, ২. স্মার্ট সোসাইটি ৩. স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং ৪. স্মার্ট ইকোনমির কথা ঘোষণা করেন।

এই চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে আগামী ২০৪১ সালের জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী বাংলাদেশ। প্রযুক্তি অবকাঠামো, গবেষণা, উন্নয়ন ও শিক্ষায় বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য টেকসই উন্নয়ন, জনগণের ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

জাফর ওয়াজেদ

Kawsar Akhter overcomes disability to be a	1.0
successful entrepreneur	12
"Everyone now calls me Digital Quader"	16
NID Correction: hassle-free service saves time and money	20
With husband intoxicated from despair, Tania took the lead of the family	24
Digital admission saves time and money	28
Nayan is now saving money staying abroad, thanks to Digital Centre	32
Collecting land records now costs Taka 100 only	36
Computer training helps Fahim get a job at the ICT lab	40
Digital Centre is the only resort to Jo–chi Chakma	44
National Portal makes Sufian's dream of performing Hajj true	48
Multimedia talking book appears as a blessing for visually impaired people	52
'Four Wheel Banking' enables Kawser to withdraw disability allowance within 5 minutes	56
Multimedia Classroom: Students visit historical sites while staying at home	60
Shikkhak Batayan: Roksana becomes the best creator	64
Muktopaath makes Soumitra Bishwas an entrepreneur	68
Visually impaired people can learn through 'Muktapaath'	72
e-Mutation ensures cost-effective service on time	76
'Krishaker Janala' brings pioneering changes in agriculture	80
Kishore Batayan: a virtual educational institution for students	84
'333' earns praise over child marriage prevention	88
'333' emerges as a lifesaving tool for Mizanur amid Covid-19	92

e-Commerce: Natore's Liza sells products worth Taka 20 lakh in a year	96
Village products hit the national market through e-commerce	100
ekShop minimizes the distance between village and town	104
'ekShop' helps Afsana Akther expand her business into several folds	108
Banu finds her parents after 13 years, thanks to National Database	112
Digital Nothi System makes govt services dynamic	116
eKpay simplifies haor people's lifestyle	120
Visually impaired Shikder now getting allowance staying at homes	124
Expatriates rely on MFS to send remittances	128
EFT emerges as a blessing for retired govt emplo-ees	132
Shapla now takes shoe polishing payments through mobile	136
Rocket Man Nahiyan	140
Centralized Nebulizer System: Unique Innovation for saving the life	144
'MyGov' allows import clearance at Yeacher's home	148
'Ma-Telehealth' emerges as a blessing for pregnant women	152
National Dashboard: A unique initiative in combating Covid-19	156
'Moner Bondhu' for mental health	160
Sheikh Russel Digital Lab: School students are now skilled in ICT	164
Qaumi student Minhaj now a successful freelancer	168
Trishna Dio stays at home and earns	172

	5
(5
(
	5

প্রতিবন্ধিতা মাড়িয়ে সফল উদ্যোক্তা কাউসার আক্তার তুহিন	26
অবহেলার মানুষটি এখন সফল উদ্যোক্তা, ডাকে 'ডিজিটাল কাদের' বলে	১৯
এনআইডি সংশোধন বাড়ির কাছে: বাঁচছে সময়-টাকা, কমছে ভোগান্তি	২৩
পরিবারের সংকটে হাল ধরেছেন উদ্যোক্তা তানিয়া	২৭
ডিজিটাল সেবায় সহজ হাজেরা বেগমের জীবন	৩১
বিদেশে বসে দেশে সঞ্চয় পাশে ডিজিটাল সেন্টার	30
জমির পর্চা মিলছে ১০০ টাকায়, নেই দালালের খপ্পরও	৩৯
ফ্রি কম্পিউটার শিখে বেকারত্ব ঘোচালেন নোয়াখালীর ফাহিম	82
পাহাড়ে জয়চি চাকমার ভরসা ডিজিটাল সেন্টার	89
ডিজিটাল তথ্য সেবায় স্বপ্ন সত্যি হলো সুফিয়ানের	62
মাল্টিমিডিয়া টকিং বুকঃ পাঠ সহজ হলো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের	66
চার চাকার ব্যাংকিং: প্রতিবন্ধী ভাতা পেতে কাউছারের লাগে ৪-৫ মিনিট!	୯୬
মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ যোগ করেছে প্রাণবন্ত পাঠদান	৫৩
২৫০ অনলাইন কন্টেন্ট তৈরি করে সেরা নির্মাতা শিক্ষক রোকসানা	৬৭
ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মে কোর্স করে সফল উদ্যোক্তা খুলনার সৌমিত্র	95
মুক্তপাঠ: ইচ্ছেমতো শিখতে পারছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা	୧୯
জমির নামজারিতে কমেছে দীর্ঘসূত্রিতা, নির্ধারিত ফিতেই মিলছে সেবা	୳ঌ
কৃষি খাতে বৈপুবিক পরিবর্তন, এনে দিল 'কৃষকের জানালা'	৮৩
দেশসেরা শিক্ষকদের ভার্চুয়াল স্কুল 'কিশোর বাতায়ন'	৮৭
৩৩৩ হেল্পলাইন: বন্ধ করেছে হাজারো বাল্যবিবাহ	৯১
স্বাস্থ্যসেবার ভরসার নাম টেলিমেডিসিন	৯৫

আমেরিকা-ব্রিটেনসহ ১৩ দেশে যাচ্ছে উদ্যোক্তা লিজার পণ্য	৯৯
ঘরে বসে আরেক প্রান্তের খাবারের স্বাদ নিচ্ছে মানুষ	১০৩
ই-কমার্স ইকোসিস্টেমঃ দূরত্ব কমালো গ্রাম-শহরের	১০৭
প্রান্তিক পণ্য অনলাইনে, ছড়িয়ে যাচ্ছে সারাদেশে	222
১৩ বছর পরে বাবা-মাকে পেল ৮ বছরে হারিয়ে যাওয়া হাসনা বানু	226
সরকারি ফাইল ব্যবস্থাপনায় বৈপুবিক পরিবর্তন আনল ই-ফাইলিং	১১৯
অনলাইনে বিল পরিশোধ বদলে দিয়েছে হাওরের জীবন	১২৩
ঘরে বসেই ভাতা পাচ্ছেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হাসান শিকদার	১২৭
মোবাইল ব্যাংকিং: অনায়াসে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন প্রবাসীরা	১৩১
অবসরভাতা তোলার ভোগান্তির অবসান	১৩৫
এখন জুতা পলিশ করে 'মোবাইলে পেমেন্ট' নেন শাপলা	১৩৯
'রকেটম্যান' ময়মনসিংহের নাহিয়ান	১৪৩
সেন্ট্রালাইজড নেবুলাইজার সিস্টেম: জীবন রক্ষায় অনন্য উদ্ভাবন	289
দপ্তরে দপ্তরে আমদানি ছাড়পত্রের ফাইল খুঁজতে হয় না ইয়াসির রহমানের	262
গর্ভবতী নারীদের আস্থা টেলিহেলথ সেবা	266
কোভিড-১৯ মোকাবেলায় অনন্য উদ্যোগ অনলাইন ড্যাশবোর্ড	269
মনের চিকিৎসায় স্টার্টআপ 'মনের বন্ধু'	১৬৩
টুম্পাদের আনন্দের নাম 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব'	১৬৭
কওমি মাদ্রাসার মিনহাজ এখন সফল ফ্রিল্যাসার, বিনামৃল্যে দিচ্ছেন প্রশিক্ষণ	292
গ্রামে থেকেই ডলার আয় করছেন কাকরকান্দির তৃষ্ণা দিও	ንዓራ



Kawsar Akhter overcomes disability to be a successful entrepreneur

The right leg of Kawsar Akhtar Tuhin became paralyzed due to typhoid fever during his childhood. But she always considered his disability as a strength. She was the eldest among her five siblings. Her father was an electrical shopkeeper. Neighbours used to advise Tuhin's parents to get her married off at an early age. But her parents did not listen to them; instead she continued her education. It was very difficult for her father to run the seven-member family with the little income of Taka 7,000 to Taka 8,000.

Grew up in such hardship, Tuhin is now a successful entrepreneur of the 34 No Ward Nagar Digital Centre in Chattagram City Corporation. She joined the centre in June 2013. "I overcame many obstacles on the way to being an entrepreneur but didn't stop. Because I was determined that I must do something good," Tuhin said.

"I overcame many obstacles on the way to being an entrepreneur but didn't stop."

After passing the SSC exam, Tuhin's father enrolled her in computer courses at the Computer Institute of Chittagong City Corporation. Tuhin eagerly completed the course, which set her up for great success in the near future.

After being appointed as the entrepreneur, she started working after taking a sevenday entrepreneurship training under a2i. Subsequently, she took herself to a better position. Tuhin is now earning about Taka 30,000 to Taka 40,000 per month. She engaged her younger sister as her assistant entrepreneur at the centre. Some five to six people are now working at her centre as staff. She secured a place among the top 300 entrepreneurs in the country in 2018.







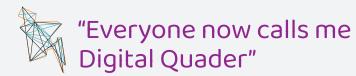
ছোটোবেলায় টাইফয়েড জ্বুরে ডান পায়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলেও সেটাকেই শক্তি মনে করতেন চট্টগ্রামের কাউসার আক্তার তুহিন। ইলেকট্রিক দোকানি বাবার সংসারে তিন বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে সবার বড় তিনি। ছোটবেলায় তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক উপদেশ দিত পাড়া-প্রতিবেশী। কিন্তু এসবে কান দেননি বাবা-মা। মেয়ের পড়াশোনা চালিয়ে নিয়েছেন। বাবার মাত্র ৭ থেকে ৮ হাজার টাকা আয়, তা দিয়ে সংসার চলত টেনেটুনে। এমন নানান প্রতিবন্ধকতার জীবন সংগ্রাম চালানো কাউসার আক্তার তুহিন এখন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পাথরঘাটা ওয়ার্ড নগর ডিজিটাল সেন্টারের একজন সফল উদ্যোজা।

২০১৩ সালের জুনে চট্টগ্রাম নগরীর ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের ওই ডিজিটাল সেন্টার চালু করেন কাউসার আক্তার তুহিন। নারী উদ্যোক্তা হিসেবে সফল থেকে কঠিন পথ পাড়ি দিতে হয়েছে তাকে। তিনি বলেন, "উদ্যোক্তা হওয়ার পর অনেক বাধা আমার জীবনে এসেছিল। কিন্তু তাতে আমি থেমে যাইনি। কারণ জীবনে একটি লক্ষ্য ছিল- আমি ভালো কিছু করব।" এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পর কম্পিউটার শেখার জন্য তুহিনকে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের কম্পিউটার ইনস্টিটিউটে ভর্তি করিয়ে দেন তার বাবা। 'খুব শখ করে' কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নেন তুহিন। সেই শিক্ষা এতটা কাজে লাগবে, ভাবতেও পারেননি।

> "উদ্যোক্তা হওয়ার পর অনেক বাধা আমার জীবনে এসেছিল। কিন্তু তাতে আমি থেমে যাইনি।"

উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ শুরুর পর এটুআই-এর আয়োজনে ৭ দিনের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজে নেমে পড়েন কাউসার আক্তার তুহিন। তারই ধারাবাহিকতায় এখন বেশ ভালো অবস্থান তার। সব খরচ বাদ দিয়ে এখন তুহিনের মাসিক আয় ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। ডিজিটাল সেন্টারে সহ-উদ্যোক্তা হিসেবে রয়েছেন তার এক বোন। এছাড়া সহযোগী রয়েছেন ৫-৬ জন। তুহিন বলেন, "পথচলায় নারী হয়ে আমাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন থেকে হয়েছে। তবুও দমে যাইনি। পরিবারের সাপোর্ট এবং নিজের আত্মবিশ্বাসের কারণে আজ আমি একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। আমার কর্মদক্ষতার জন্য ২০১৮ সালে দেশসেরা ৩০০ জনের মধ্যে আমিও অংশীদার হই।"

বর্তমানে সারা দেশে ৮৮১৫টি ডিজিটাল সেন্টারে ১৬ হাজারেরও অধিক উদ্যোক্তা রয়েছেন, যার মধ্যে ৫ হাজারেরও অধিক রয়েছেন নারী উদ্যোক্তা।



Md Abdul Quader Bishwas was a sports-loving youth. He used to spend his time playing in the playground next to his home, even after completing his degree. Therefore, there was no end to the grumbling of his parents. He, however, took a job as a master roll in the local election office in a bid to satisfz his parents. Compared to his salary, his job was very inconsistent. He couldn't contribute to his family after meeting his own expenses. Finally, he left the job.

Since the educated unemployed youths used to face negligence in society, Quader said, "Even if I gave someone any important advice, they would ignore it. Even family members sometimes misbehave with me. At that time, my income was only Taka 2,000 to 3,000. With such little money, it was difficult to support the family after meeting my own expenses."

Quader is now dreaming of changing the fates of other jobless youths in his village.

He started working as a Union Digital Centre entrepreneur in 2011 under the initiative of a2i. Since then, he has turned his life around. Currently, he is working along with five employees in the Digital Centre. His monthly income is now about Taka 50,000.

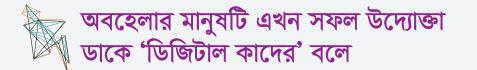
After changing his own fate, Quader is now dreaming of changing the fates of other jobless youths in his village.

Dumuria Union Digital Centre Entrepreneur Quader is now entertaining a better position in society that helped him gain respect from those who once ignored him. People now rush to him if they need any advice. Everyone now calls him 'Digital Quader.' Like Quader, over 16,000 entrepreneurs, including 5,000 women, are working at 8,815 Union Digital Centres across the country.



16 | Digitalizing Lives





ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা মো. আ. কাদের বিশ্বাসের সবচেয়ে ভালো লাগত খেলাধুলা। বাড়ির পাশের খেলার মাঠ ছিল তার প্রিয় জায়গা। ডিগ্রি পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করে বেকার ঘুরে বেড়াতেন। দিনের বেশিরভাগ সময় খেলার মাঠে পার হতো তার। এ নিয়ে তখন বাবা-মায়ের বকুনির অন্ত ছিল না। তাদের সঙ্গে অনেকটা অভিমান করেই স্থানীয় নির্বাচন অফিসে মাস্টার রোলে চাকরি নেন।

কাদের বললেন, "ওই অফিসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতে হতো। তবে মাস শেষে যা বেতন পেতাম তা দিয়ে নিজের পকেট খরচ চালানো গেলেও বাড়িতে টাকা দিতে পারতাম না। বেতন যা পাওয়া যেত, কষ্ট ছিল এর দ্বিগুণ। পরে চাকরিটা ছেড়েই দিয়েছিলাম।" পড়াশোনা করেও বেকার থাকায় সমাজে কেউ পাত্তা দিত না জানিয়ে তিনি বলেন, "কাউকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো পরামর্শ দিলেও সবাই অবহেলা করত। এমনকি পরিবারের সদস্যরাও অনেক সময় খারাপ আচরণ করত। তখন আমার আয় ছিল ২ থেকে ৩ হাজার টাকা। সেখান থেকে পরিবারকে দেওয়া তো দূরে থাক, নিজের হাতখরচ চালানোই ছিল মুশকিল।"

> এখন গ্রামের বেকার যুবকদের জীবন বদলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেন আ. কাদের।

২০১১ সালে ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ শুরু করেন কাদের; এরপরই শুরু তার ঘুরে দাঁড়ানোর পালা। তিনি বলেন, "দিনে দিনে নিজেকে একজন দক্ষ উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে চেয়েছি। বর্তমানে ডিজিটাল সেন্টারে ৫ জন সহযোগী নিয়ে আমি কাজ করি। বর্তমানে আমার সেন্টারের মাসিক আয় প্রায় ৫০ হাজার টাকা।" এখন গ্রামের বেকার যুবকদের জীবন বদলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেন আ. কাদের। ডুমুরিয়া ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের এই উদ্যোক্তা বলেন, "বর্তমানে আমার অবস্থা অনেক ভালো। এলাকার মানুষ এখন যেকোনো প্রয়োজনে পরামর্শ নিতে আমার কাছে ছুটে আসে। আগে যাদের কাছে আমি মূল্যহীন ছিলাম, তাদের কাছে এখন সম্মান পাই। সবাই আমাকে এখন ডিজিটাল কাদের বলে ডাকে।"

বর্তমানে সারা দেশে ৮৮১৫টি ডিজিটাল সেন্টারে ১৬ হাজারেরও অধিক উদ্যোক্তা রয়েছেন, যার মধ্যে ৫ হাজারেরও অধিক রয়েছেন নারী উদ্যোক্তা।



NID Correction: hassle-free service saves time and money

A 32-year-old housewife Sheuli Barua is a resident of Abu Torab Union in Mirsarai Upazila of Chattogram. She usually takes various government and private services from the Union Digital Centre near her home. This housewife was very excited after getting the correction of her National Identity Card (NID) in a simplified way.

Expressing joy as she availed the service of correcting her NID easily, Sheuli said, "I went door to door of many people and spent a lot of time and money to correct my national identity card. I got very frustrated since I didn't get any proper advice and solution".

Later, a union Parishad member informed her that all the information and services related to NID cards were available at the digital centre.

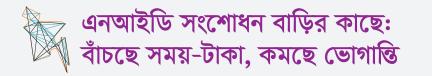
Apart from removing suffering, the availability of the service at the digital centre saved twothirds of time and travel fares than the previous time.

The digital centre entrepreneur carefully provided her with all the NID card correction-related information and filled up a form for NID correction. After applying properly, she got the corrected NID card within an unbelievably short time.

Apart from removing suffering, the availability of the service at the digital centre saved two-thirds of time and travel fares than the previous time. Like Sheuli, people of the country have so far received different e-services over 82 crore times from 8,815 Digital Centres across the country.







চউগ্রামের মীরসরাই উপজেলার আবু তোরাব ইউনিয়নের বাসিন্দা শিউলী বড়য়া।

খুব সহজে নিজের এনআইডি সংশোধন করতে পারার আনন্দের কথা জানিয়ে শিউলী বড়ুয়া বলেন, "আমার জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের জন্য অনেকের দ্বারে-দ্বারে ঘুরেছি। ব্যয় করেছি অনেক সময় ও টাকা। কিন্তু কোনো সঠিক পরামর্শ ও সমাধান পাচ্ছিলাম না। তখন আমার মধ্যে খুব হতাশা কাজ করছিল। পরে এলাকার ওয়ার্ড মেম্বারের মাধ্যমে জানতে পারি, আইডি কার্ড সংক্রান্ত সব তথ্য ও সেবা ডিজিটাল সেন্টারেই পাওয়া যায়। ডিজিটাল সেন্টারে আসলে এখানকার উদ্যোক্তা আমাকে যত্ন সহকারে এনআইডি কার্ড সংশোধনের তথ্য ও সংশোধন আবেদন করে দেন। সঠিকভাবে আবেদন করায় আমি স্বল্প সময়ে আমার আইডি কার্ড পেয়ে যাই। ডিজিটাল সেন্টার হওয়ার ফলে আগের চেয়ে দুই-তৃতীয়াংশ সময় ও যাতায়াত ভাড়া সাশ্রয় হয়েছে। আর ভোগান্তিতো দূর হয়েছেই।"

> "ডিজিটাল সেন্টার হওয়ার ফলে আগের চেয়ে দুই–তৃতীয়াংশ সময় ও যাতায়াত ভাড়া সাশ্রয় হয়েছে। আর ভোগান্তিতো দূর হয়েছেই।"

বাড়ির কাছের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা নিয়ে থাকেন তিনি। জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংক্রান্ত সেবা খুব সহজে পেয়ে উচ্ছ্বসিত এই গৃহিণী।

সারা দেশের ৮৮১৫টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে নাগরিকরা ৮২ কোটি বারেরও অধিক বিভিন্ন ই-সেবা গ্রহণ করেছেন।



With husband intoxicated from despair, Tania took the lead of the family

Tania Yeasmin, of Haturia Nakalia Union in Bera Upazila of Pabna, passed SSC amid her family's economic hardship. Her lower-income nine-member family got her married off at a very young age. But she continued her studies even after marriage and passed her HSC. Tania's husband was a master roll job holder in a bank.

But the bank authorities used to engage her husband in indecent work that forced him to leave the job just after six months. Since then, Taniya faced even more hardship as her husband was intoxicated from despair.

All workers of her centre are efficient and draw a handsome salary.

"In the meantime, we were blessed with a child; I thought he might change. But people who engage in misdeeds take longer to return to normal life. He didn't look after us. Sometimes, he would just disappear for six to seven months. Only I know how much trouble I have passed," said Tania.

Tania, however, decided to stand on her own feet. She started learning computers at a nearby computer training centre, keeping her two-month-old child by her side. Simultaneously, she also started tailoring and tutoring. Tania was running her family with Taka 4,000 to 5,000 earned from tailoring and tutoring.

But she completely turned her life around after joining the Haturia Nakalia Union Digital Centre in 2017, which helped her erase her past miseries. She is now earning about Taka 30,000 to 40,000 per month and leading a standard life. All workers of her centre are efficient and draw a handsome salary. Tania is now standing on her own feet without any help from her husband.







অনটনের সংসারে কোনোমতে এসএসসি পাশ করেন পাবনার বেড়া উপজেলার হাটুরিয়া নাকালিয়া ইউনিয়নের তানিয়া ইয়াসমিন। সেই অল্প বয়সেই তাকে বিয়ে দেয় নিমুবিত্ত পরিবার। একটি ব্যাংকে মাস্টার রোলের চাকরিতে ছিলেন তার স্বামী। কিন্তু বেশি দিন টিকতে পারেননি– হতাশায় ডুবে নেশায়ও জড়িয়ে পড়েন। এমন কঠিন অবস্থার মধ্যে সন্তান রেখে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নেন তানিয়া। ডিজিটাল সেন্টারে কাজের ধারাবাহিকতায় হন হাটুরিয়া নাকালিয়া ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা।

তানিয়ারা সাত ভাই-বোন। অল্প বয়সে বিয়ে হলেও লেখাপড়াটা চালিয়ে নিয়েছিলেন তিনি; পাশ করেছেন এইচএসসি। তানিয়া জানান, তার স্বামী একটা ব্যাংকে মাস্টার রোলে চাকরি করতেন। কিন্তু তারা এমন সব কাজ করাত, এত নিম্নমানের কাজ করাত যে মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন তিনি। তখন তার সংসারে ধস নামতে শুরু করল।

> তার ডিজিটাল সেন্টারে যারা কাজ করেন, তারা সবাই দক্ষ, বেতনও পান মানসম্মত।

তিনি বলেন, "একসময় আমাদের সন্তান হলো। মনে করেছিলাম হয়তো এবার সে ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু যে খারাপ তার ভালো হতে অনেক সময় লাগে। সে আমাদের কোনো খোঁজ-খবর রাখত না। ছয় মাস, সাত মাস কোথায় গিয়ে থাকত, কোনো খোঁজ থাকত না। আমি যে কত কষ্টে দিন পার করেছি, তা শুধু আমি জানি।"

এর মধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সংকল্প নেন তানিয়া। দুই মাসের বাচ্চাকে বাসায় রেখে পাশের একটা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার শিখলেন, শুরু করলেন দর্জির কাজও। দর্জির কাজ আর টিউশন থেকে আসা ৪-৫ হাজার টাকায় সংসার টানতে থাকেন তিনি। ২০১৭ সালে ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা হওয়ার মাধ্যমে আমূল পাল্টে যায় তার জীবন। তানিয়া বলেন, "আমি অতীতে এত কষ্ট করেছি, সেটা ডিজিটাল সেন্টারে কাজে লেগে ভুলেই গেছি। ডিজিটাল সেন্টারের ইনকাম দিয়ে আমি এখন আমার পরিবার চালাচিছ। আমার পরিবার চালিয়ে আমি আমার মা-বাবাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারছি।"

বর্তমানে তানিয়ার মাসিক আয় ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। তার ডিজিটাল সেন্টারে যারা কাজ করেন, তারা সবাই দক্ষ, বেতনও পান মানসম্মত। পরিবার বা স্বামীর কাছ থেকে কোনো সমর্থন না পেলেও এগিয়ে গেছেন তানিয়া। বর্তমানে সারা দেশে ৮৮১৫টি ডিজিটাল সেন্টারে ১৬ হাজারেরও অধিক উদ্যোক্তা রয়েছেন, যার মধ্যে ৫ হাজারেরও অধিক রয়েছেন নারী উদ্যোক্তা।



Forty-five-year-old Hajera Begum of Natore Sadar Upazila was uncertain about getting enrolment of her children in school. She was anxious about where she would have enrolled her offspring or where she would get application forms for admission. But the availability of admission service at the nearest Union Digital Centre got her relieved from those worries. Hajera, a housewife, is now getting all the admission-related advice and application forms in a very short time at a low cost.

"I have collected application forms from the digital centre for my children to get them enrolled in college. Earlier, we had to travel 15-20 kilometres to collect the admission forms. We had to spend a minimum of Taka 500-700, but now I got the application form only at the cost of Taka 100," said Hajera.

Now they are getting the service easily, eliminating the middleman.

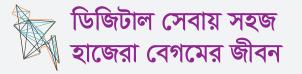
She was able to collect the form within a very short time since the digital centre is only two kilometres away from her home, which saved her time and money.

Earlier, the people of the area where Hajera lives used to hire a middleman to avail admission-related services, but now they are getting the service easily, eliminating the middleman. They are now getting the service quickly through the digital centre, thanks to the digitization of the admission process.

Like Hajera, people of the country have so far received different e-services over 82 crore times from 8,815 Digital Centres across the country.







ছেলে-মেয়েদের ক্ষুলে ভর্তির আগে বহুরকমের অনিশ্চয়তায় সময় কাটত নাটোর সদর উপজেলার হাজেরা বেগমের। কোথায় ভর্তি করাবেন আর কোথায় পাবেন আবেদন ফর্ম– এসব নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না তার। কিন্তু ঘরের কাছের ডিজিটাল সেন্টারে পাওয়া সেবার মাধ্যমে এই গৃহিণীর সেসব দুশ্চিন্তা এখন অতীত। সেখান থেকে তিনি পাচ্ছেন ভর্তির পরামর্শ আর খুব কম সময়ে অল্প খরচে পেয়ে যাচ্ছেন আবেদন ফর্ম।

> আগে দালাল ধরে করতে গিয়ে যেমন টাকা আর সময় খরচ হতো, এখন আর তা লাগে না।

হাজেরা বললেন, "ডিজিটাল সেন্টার থেকে ছেলে-মেয়েদের কলেজে ভর্তির আবেদন ফর্ম নিয়েছি। আগে ১৫-২০ কিলোমিটার দূর থেকে নিতে হতো। আগে লাগত ৫০০-৭০০ টাকা, এখন ১০০ টাকাতেই পেয়ে গেছি। আমি ডিজিটাল সেন্টারটি পাই এবং খুব সহজেই অল্প সময়ের মধ্যেই আমার বাড়ির পাশেই আমি যেকোনো ডিজিটাল সেবা পেয়ে যাচ্ছি। আগে দালাল ধরে করতে গিয়ে যেমন টাকা আর সময় খরচ হতো, এখন আর তা লাগে না। খুব অল্প সময়ে আমরা পেয়ে থাকি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে।"

সারা দেশের ৮৮১৫টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে নাগরিকরা ৮২ কোটিবারেরও অধিকবার বিভিন্ন ই-সেবা গ্রহণ করেছেন।



Nayan is now saving money staying abroad, thanks to Digital Centre

The family members and relatives of Md Nayan Miah had spent all the money that he sent from abroad during his first seven years of expatriate life. Therefore, when he was preparing to go abroad for the second time, he wanted to make a safe arrangement for his money.

As he was looking for such a safe system, Nayan, a resident of the Hajaribagh area in the capital city, came to know about the opportunity to save money through the Digital Centre and even stay abroad. Finally, he opened an agent banking account at a Digital Centre in the city's Jigatola area. Since then, Nayan has been saving money for more than three years through the Digital Centre, staying abroad.

> "Now I have about Taka 800,000, thanks to the Digital Centre,"

"Expatriate life is very painful. Since my relatives had spent all the money I earned during the first seven years, I decided to go back abroad," Nayan said.

When he went to the Digital Centre for making a passport, he learnt that there is a system of DPS through agent banking at the centre, and money could also be deposited to the DPS account staying abroad. "I came back home after spending only 3 years abroad. Now I have about Taka 800,000, thanks to the Digital Centre," said Nayan.

The Digital Centre has entirely changed Nayan's life. "My eyes are still now filled with tears, but tears of joy," he said.

Like Nayan, over 42 lakh account holders have so far transacted about Taka 38,000 crore through more than 4,500 agent banking points across Bangladesh.







প্রথমবার সাত বছর প্রবাসে থেকে যে রেমিট্যাঙ্গ দেশে পাঠিয়েছেন, এর সবটাই খরচ করে ফেলেছিল পরিবার ও আত্মীয়ম্বজন। দ্বিতীয়বার আবার যখন বিদেশে পাড়ি জমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন মো. নয়ন মিয়া, তখন কষ্টার্জিত টাকার একটা বন্দোবন্তু করতে চাচ্ছিলেন তিনি। পরিকল্পনা অনুযায়ী খোঁজখবর করতে গিয়ে জানতে পারেন, ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে বিদেশে বসেও সঞ্চয়ের সুযোগ আছে।

এরপর রাজধানীর জিগাতলার একটি ডিজিটাল সেন্টার থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট খোলেন এই প্রবাসী। এরপর চার বছরের বেশি সময় বিদেশের মাটিতে বসে ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে সঞ্চয় করছেন নয়ন মিয়া।

> "এখন প্রায় ৮ লাখ টাকার মালিক আমি, যার সম্পূর্ণ অবদান ডিজিটাল সেন্টারের।"

নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী নয়ন মিয়া বলেন, "প্রবাস জীবন খুব কষ্টের জীবন। আগেরবার ৭ বছর বিদেশ থেকে যা টাকা কামাইছিলাম, সব শেষ করে দিয়েছিল আমার আত্মীয়ম্বজন। বছর চারেক আগে বুকভরা কষ্ট আর চোখের জল নিয়ে বিদেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ওই সময় ডিজিটাল সেন্টারে গিয়েছিলাম পাসপোর্ট তৈরির কাজে। তখন সেখানে গিয়ে জানতে পারি আরেকটি নতুন সেবার বিষয়ে। যাতে তারা এজেন্ট ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে ডিপিএস খোলার ব্যবস্থা করে দেয়। আর সেই অ্যাকাউন্টে বিদেশে অবস্থান করেও টাকা জমার ব্যবস্থা থাকার কথা জানা গেল। প্রবাসে ফিরে গিয়ে আমি মাত্র ৩ বছর পর আবার দেশে আসলাম। এখন প্রায় ৮ লাখ টাকার মালিক আমি, যার সম্পূর্ণ অবদান ডিজিটাল সেন্টারের। তাদের সহযোগিতা আজ আমার জীবন বদলে দিল। এখন বিদেশে বসে দেশে টাকা জমাই, আমার জীবন বদলে দিল ডিজিটাল সেন্টার। আমার চোখে এখনও জল এলো, তবে এখন এটি আনন্দোশ্রু।"

সারা দেশে সাড়ে ৪ হাজারেরও অধিক এজেন্ট ব্যাংকিং পয়েন্ট থেকে ৪২ লাখেরও অধিক অ্যাকাউন্ট হোল্ডার প্রায় ৩৮ হাজার কোটি টাকার লেনদেন সম্পন্ন করেছেন।



Collecting land records now costs Taka 100 only

Thirty-five-year-old Najma Islam, a housewife of Muksudpur upazila in Gopalganj, looks after her family property. Earlier, she as well as other people of her area, had to go to Gopalganj town and spend a lot of money and time to collect the land records. They used to hire a middleman to get the record. But now they are getting the land records very easily at an unbelievably low cost through the Digital Centre near their homes.

> "And there is no hassle and cost of travelling."

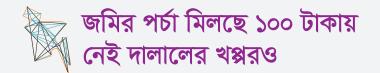
"We had to go to Gopalganj district town from Muksudpur several times to collect the land record. It used to take at least 15 days to get the record from the district record room. Taka 500 to 800 was spent for the travel fare while more than Taka 500 had to be paid to the broker to get the record," Najma said.

But now, they are availing the service from the Digital Centre at the cost of Taka 100 only. And there is no hassle and cost of travelling.

The e-namjari system is being implemented at more than 6,600 offices, including 492 upazilas and 20 circle offices across the country. More than 88 lakh applications have so far been made through the system, while over 83.2 lakh have been disposed of.







গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার গৃহিণী নাজমা ইসলাম, পারিবারিক সম্পত্তি তাকেই দেখাশোনা করতে হয়। আগে জমির পর্চা তোলার জন্য গোপালগঞ্জ শহরে যাওয়া লাগত তার। সময়ের পাশাপাশি যাতায়াত আর দালালের পেছনে খরচ হতো অনেক টাকা। এখন ঘরের পাশের ডিজিটাল সেন্টারে সেই সেবা নিশ্চিত হওয়ায় তার জন্য জমির পর্চাপ্রাপ্তি হয়ে গেছে বেশ সহজ, খরচও কমে গেছে অবিশ্বাস্য পরিমাণে।

> "শহরের যাতায়াত ভাড়া, বারবার শহরে যাওয়া আর দালালের পিছে ঘোরাঘুরির ব্যাপার নেই।"

কত সহজে জমির পর্চা হাতে এলোন সেই অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন নাজমা ইসলাম। তিনি বলেন "জমির পর্চা তুলতে আগে একাধিকবার মুকসুদপুর থেকে গোপালগঞ্জ জেলা শহরে যেতে হতো। জেলা রেকর্ড রুম থেকে পর্চা পেতে সময় লাগত কমপক্ষে ১৫ দিন। যাতায়াত ভাড়া বাবদ ৫০০ থেকে ৮০০ টাকা খরচ হতো এবং পর্চা উত্তোলন বাবদ দালালকে দিতে হতো আরও ৫০০ টাকার বেশি। যেটা বর্তমানে আমাদের ডিজিটাল সেন্টার থেকে খুব সহজেই পেয়ে গেছি। খরচ হয়েছে মাত্র ১০০ টাকা। শহরের যাতায়াত ভাড়া, বারবার শহরে যাওয়া আর দালালের পিছে ঘোরাঘুরির ব্যাপার নেই।"

ই-নামজারি সিস্টেমটি ৪৯২টি উপজেলায় ও ২০টি সার্কেল অফিসসহ ৬ হাজার ৬০০-এর অধিক অফিসে বাস্তবায়ন চলছে। এ সিস্টেমে আগত ৮৮ লাখেরও অধিক আবেদন থেকে ৮৩ দশমিক ২ লাখেরও অধিক আবেদনের নিম্পত্তি হয়েছে।



Computer training helps Fahim get a job at the ICT lab

Shamsuddin Fahim prepared himself for jobs by taking computer training from Neyajpur Digital Center (UDC) in Sadar Upazila of Noakhali. But due to his father's sickness, he abruptly had to take all the responsibilities of his family. Since he had no option other than to join a job as the family's eldest son, his computer learning appeared as a blessing for him.

"I used to work in the farmland with my father during my childhood. I studied at a village school amid economic hardship. One day after the SSC exams, I saw leaflets on computer training and other services available at the Neyajpur UDC at the school gate. However, I had a dream to learn computer but had no money," Fahim said.

"A farmer's son like me has been enlightened by the light of this village digital centre."

He somehow was able to convince his father and went to the digital centre. Listening to Fahim's family condition, the entrepreneur of the centre, Ismail, offered him free computer training with only the registration fee under the technical education board. Soon after completing the course, Fahim came to know through the newspaper that Bhulua Degree College would recruit an assistant for its ICT Lab.

He didn't waste even a single minute and instead applied for the post using the computer course certificate and finally got the job following recruitment tests. "A farmer's son like me has been enlightened by the light of this village digital centre. Thanks to the founder of Neyajpur UDC Md Ismail, and Mother of Digital Bangladesh, Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina," Fahim said.

Like Fahim, over 2 lakh male and female youths completed computer courses from UDC across the country.







নোয়াখালীর সদর উপজেলার নেয়াজপুর ডিজিটাল সেন্টার থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে চাকরির জন্য প্রস্তুত করেন সামছুদ্দিন ফাহিম। বাবার হঠাৎ অসুস্থতার কারণে আর্থিক সংকটে পড়ল পরিবার, দায় এসে পড়ল বড় ছেলে ফাহিমের ওপর। প্রশিক্ষণের প্রতিদান খুব কম সময়ে পেয়ে গেলেন তিনি। ভুলুয়া ডিগ্রি কলেজের আইসিটি ল্যাব সহকারী পদে চাকরি হলো তাঁর। এভাবে স্কুলের সামনের ডিজিটাল সেন্টারে পাওয়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে খুব সহজে স্বাবলম্বী করলেন ফাহিম।

> "গ্রামের এই ডিজিটাল সেন্টারের আলোয় আলোকিত হয়েছি আমি কৃষকের ছেলে।"

নিজের পায়ে দাঁড়ানোর গল্প শুনিয়ে ফাহিম জানান, "আমি মা-বাবার বড় ছেলে। একটু বড় থেকেই বাবার সাথে কৃষিকাজ করতাম। এর মধ্যে অতিকষ্টে গ্রামের ফুলে লেখাপড়া করেছি। এসএসসি পরীক্ষার পর একদিন ফুল গেটে নেয়াজপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সেবার লিফলেট দেখি। স্বপ্ন ছিল কম্পিউটার শেখার, কিন্তু টাকা ছিল না। এরপর বাবাকে বুঝিয়ে ডিজিটাল সেন্টারে যাই। আর্থিক অভাবের কথা জানালে উদ্যোক্তা ইসমাইল শুধু কারিগরি বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন ফি গ্রহণ করে ফ্রি কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেন। কম্পিউটার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এসএসসি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট হয়। বাবা অনেকটা অসুছ, অর্থের অভাবে ১৮ বছর পূর্ণ থেকেই চাকরি খুঁজছিলাম। পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি ভুলুয়া ডিগ্রি কলেজের আইসিটি ল্যাব সহকারী পদে লোক নেবে। দেরি না করে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট দিয়ে আবেদন করি। নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ল্যাব সহকারী পদে কৃতকার্য হই। গ্রামের এই ডিজিটাল সেন্টারের আলোয় আলোকিত হয়েছি আমি কৃষকের ছেলে। ধন্যবাদ জানাই নেয়াজপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোজা মো. ইসমাইল এবং ডিজিটাল জননী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। বাংলাদেশে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হোক ডিজিটাল সেন্টার ও শেখ হাসিনার নাম।"

সারা দেশের বিভিন্ন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ২ লাখেরও অধিক তরুণ-তরুণী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।



Forty-three-year-old Joychi Chakma is a primary school teacher at Putikhali village of Kutukchari Union in Sadar Upazila of Rangamati. She took the services of birth registration and national identity card from the digital centre. She regularly goes to the centre to receive different services, including receiving students' results and getting job advertisements.

"From this centre, I often take different services, including receiving board results of my school students as well as my children, finding job advertisements and applying for jobs. It's playing an important role in providing transparent and accountable services," said Chakma.

Chakma prefers to receive services from this centre as it delivers services easily and quickly.

Apart from regular services, she received a digital birth registration and citizen certificate and corrected her NID card through this digital centre. Chakma prefers to receive services from this centre as it delivers services easily and quickly.

Since she lives in a remote area, which is far away from the digital centre, Chakma hoped that such a centre could be set up somewhere nearer to them. It will save their travel cost and time a lot. "If the internet speed is increased, it will be more beneficial for us," she said.







রাঙামাটি সদর উপজেলার কুটুকছড়ি ইউনিয়নের পুটিখালি গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা জয়চি চাকমা। জন্ম নিবন্ধন আর জাতীয় পরিচয়পত্রের সেবা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে নিয়েছেন তিনি। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল, চাকুরির বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্ন সেবা নিতেও নিয়মিত ডিজিটাল সেন্টারে যান জয়চি চাকমা।

জয়চি চাকমা জানান, এই সেন্টার থেকে প্রায়ই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল জানার সেবা নেন। সন্তানদের ফলাফলও জানার পাশাপাশি যেকোনো চাকরির বিজ্ঞপ্তি খোঁজার এবং তাতে আবেদন করার সেবা নেন তিনি। জয়চি চাকমা মনে করেন, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার।

> ডিজিটাল সেন্টারে সহজে ও দ্রুত সেবা মেলায় নিয়মিত কিছু সেবার বাইরেও বিভিন্ন সেবা নিয়েছেন জয়চি চাকমা।

৪৩ বছর বয়সী জয়চি চাকমা ডিগ্রি পাশ। ডিজিটাল সেন্টারে সহজে ও দ্রুত সেবা মেলায় নিয়মিত কিছু সেবার বাইরেও বিভিন্ন সেবা নিয়েছেন জয়চি চাকমা। তার মধ্যে আছে ডিজিটাল জন্ম নিবন্ধন তৈরি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ভুল সংশোধন এবং নাগরিকত্ব সনদ তৈরি।

জয়চি চাকমার আশা, একসময় তাদের বাড়ির কাছেই হবে ডিজিটাল সেন্টার; গতি বাড়বে ইন্টারনেটে। সব মিলে তাদের গ্রামীণ জীবন আরো সহজ হবে ডিজিটাল সেবায়।

জয়চি চাকমা বলেন, "আমি আশা করি, যেহেতু আমরা দূরবর্তী এলাকায় থাকি, ভবিষ্যতে ডিজিটাল সেন্টার আমাদের এলাকার কাছাকাছি কোথাও হবে। এতে আমাদের আরো সুবিধা হবে। যাতায়াত খরচ এবং সময় অনেকটা সাশ্রয় হবে। ইন্টারনেটের গতি বাড়ালে তা আমাদের জন্য আরো উপকারী হবে।



National Portal makes Sufian's dream of performing Hajj true

Abu Sufian, a middle-aged man from a remote village under Sonagazi Upazila in Feni district, wanted to make a passport to materialize his long-cherished dream of performing hajj, but he had no idea about how to make the passport. Since he had little knowledge about the internet, it was difficult for him to find information online.

Sufian, however, visited the Bangladesh National Portal as per the suggestion of his younger son and found the link to the website of the Department of Immigration and Passport. From the website, he knew all the rules about making a passport.

"The Bangladesh National Portal has made it easy to know the way of making a passport. As per the rules, I have been able to get my passport easily. I am grateful to Prime Minister Sheikh Hasina for taking the Digital Bangladesh vision," said Abu Sufian.

"The Bangladesh National Portal has made it easy to know the way of making a passport."

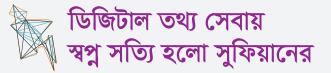
The government launched the Bangladesh National Portal in 2014, aimed at centralizing all the information regarding the Bangladesh government, such as names, addresses and contact methods of availing services from all the ministries and departments. Websites of more than 52,200 government offices, including all ministries, departments, and divisions, districts, upazilas and unions, are connected to the portal. The information is presented systematically, using a top-down approach like Ministry, Division, District, etc.

All government services have been brought under a single umbrella by the portal to ensure the citizens' rights to get all services and information. So far, 657 e-services and over 1.05 crore subject-wise contents are available in the portal. On average, 15 lakh people visit the portal every day. Apps like 'Uttoradhikar Calculator' are also connected to the portal. Over 1 lakh people have already downloaded the calculator app.



48 | Digitalizing Lives





ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার বাসিন্দা আবু সুফিয়ান। পবিত্র হজ্ব পালন করতে চান তিনি। এজন্য পাসপোর্ট করা খুব জরুরি তাঁর। কিন্তু পাসপোর্ট কীভাবে করতে হয়, তার ন্যূনতম ধারণা তাঁর ছিল আবার ইন্টারনেট সম্বন্ধেও সুফিয়ানের জ্ঞান খুব সামান্য। নিজের ছোট ছেলের পরামর্শে বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নের ওয়েবসাইটে যান সুফিয়ান এবং সেখানে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট লিঙ্ক পান তিনি। ওই ওয়েবসাইট থেকে পাসপোর্ট তৈরির সব ধরনের নিয়মকানুন জেনে নেন।

খুব সহজে জাতীয় তথ্য বাতায়ন থেকে জরুরি তথ্য পাওয়ার কথা জানিয়ে সুফিয়ান বলেন, "পাসপোর্ট তৈরির যাবতীয় পদ্ধতি জানা সহজ করেছে জাতীয় তথ্য বাতায়ন। নিয়ম জেনে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে পাসপোর্ট করেছি আমি।"

> "পাসপোর্ট তৈরির যাবতীয় পদ্ধতি জানা সহজ করেছে জাতীয় তথ্য বাতায়ন। নিয়ম জেনে খব স্বাচ্ছন্দ্যে পাসপোর্ট করেছি আমি।"

ইউনিয়ন থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয়, সরকারি দপ্তরের ওয়েবসাইটগুলোকে সমন্বিত রূপ দিয়ে ২০১৪ সালে জাতীয় তথ্য বাতায়ন চালু করে সরকার। এই পোর্টালের আওতায় ৫২ হাজার ২ শ'রও অধিক সরকারি দপ্তরের ওয়েবসাইট রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে দেশের সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের বিভিন্ন উদ্যোগ। মন্ত্রণলায় থেকে বিভাগ হয়ে জেলা-উপজেলা– এমন উপর-নিচ ক্রমে সাজানোর কারণে তথ্য বাতায়ন থেকে খুব সহজে সঠিক ওয়েবসাইটে যাওয়া যায়।

নাগরিকদের প্রদত্ত তথ্য এবং পরিষেবাগুলো প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সব সরকারি পরিষেবাকে এক প্র্যাটফর্মের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই পোর্টালে ৬৫৭টি ই-পরিষেবা এবং ১ কোটি ৫ লাখেরও অধিক বিষয়ভিত্তিক কনটেন্ট যুক্ত করা হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১৫ লাখেরও বেশি মানুষ তথ্য ও পরিষেবা পেতে পোর্টালটিতে প্রবেশ করেন। 'উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর'-এর মতো চমকপ্রদ অ্যাপও যুক্ত আছে জাতীয় তথ্য বাতায়নের সঙ্গে। এখন পর্যন্ত ১ লাখেরও অধিক নাগরিক 'উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর' ডাউনলোড করেছেন।



Multimedia talking book appears as a blessing for visually impaired people

Mohammad Shakil Khan is one of thousands of visually-impaired people in Bangladesh. He had suffered from an eyesight problem since childhood—but became totally blind when he turned 11. During his secondary education, he did not get any accessible study material. His parents, sister, and brother provided support during that difficult time by recording all the books and class notes.

Shakil, now a student of the Political Science Department of Chattogram University, was admitted into a specialised school (Government Muradpur School for the Blind) in Chattogram city in class eight after completing education up to class seven at a village school in Satkania upazila. After completing class nine, he got admitted into Rahmania High School.

The book makes textbooks accessible for them, easing the education process.

"There was no end of suffering for my parents. A child with visual impairment needs extra privileges and accessible study materials for continuing studies. The parents of such students have to face physical, mental, and financial stresses to continue the education," said Shakil.

The DAISY-standard multimedia talking book developed under a2i, however, appeared as a blessing for visually impaired students. The book makes textbooks accessible for them, easing the education process.

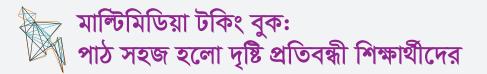
Students like Shakil, who got a GPA-5 in HSC in 2019, can now avail the study materials using smartphones or computers.

A team of persons with disabilities developed the DAISY standard multimedia books, e-books, and digital Braille books for primary and secondary level students, using open-source technology. NCTB has been asked to provide the book to all visually and hearing-impaired students by 2023.



52 | Digitalizing Lives





দেশে হাজার হাজার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর একজন মোহাম্মদ শাকিল খান। মাত্র এগারো বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। দৃষ্টিহীনদের ব্যবহারযোগ্য অধ্যয়ন সামগ্রীর অভাবে তাঁকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। শিক্ষা জীবনে মাধ্যমিক স্তরে কোনো ডিজিটাল উপকরণ পাননি তিনি; পড়ালেখা চালিয়ে নিতে পড়েন বহু সমস্যার মুখে।

চউগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিভাগের ছাত্র শাকিল বলেন, "আমি ছোটবেলা থেকেই চোখের সমস্যায় ভুগছি। কিন্তু এগারো বছর বয়সে সমস্যাটি প্রকট হয়ে ওঠে। সাতকানিয়া উপজেলায় নিজ গ্রাম থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করে আমি চউগ্রাম শহরের একটি বিশেষায়িত স্কুলে (সরকারি মুরাদপুর স্কুল ফর দ্য ব্লাইন্ড) অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হই। অষ্টম শ্রেণি শেষ করে আমি রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হই।"

> ছাপানো বইকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ব্যবহারযোগ্য করে উপস্থাপন করে থাকে 'মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক', যা তাঁর শিক্ষাজীবনকে অনেক সহজ করেছে।

নানা প্রতিকূলতার সেই সময়ে সব পাঠ্যবই ও ক্লাসনোট রেকর্ড করে দেওয়ায় বাবা-মা, ভাই-বোনের প্রতি কৃতজ্ঞ শাকিল। বলেন, "আমার বাবা-মায়ের কষ্টের কোনো সীমা ছিল না। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী একটি শিশুর শিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন। তার জন্য চাই কিছু প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন উপকরণ। যে সব অভিভাবক তাদের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সন্তানের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চান তাদের শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক চাপের সন্মুখীন হতে হয়।"

তবে এটুআই-এর তত্ত্বাবধানে তৈরি ডেইজি-স্ট্যান্ডার্ড 'মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক' নতুন সুযোগ তৈরি করেছে সংগ্রামী এসব শিক্ষার্থীর জন্য। শাকিল জানান, ছাপানো বইকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ব্যবহারযোগ্য করে উপস্থাপন করে থাকে 'মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক', যা তাঁর শিক্ষাজীবনকে অনেক সহজ করেছে। স্মার্টফোন বা কম্পিউটার ব্যবহার করেই পড়ার উপকরণ পেয়ে যাচ্ছেন তিনি। ২০১৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পান শাকিল।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি দল ওপেন সোর্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ন্তরের জন্য (ডিএআইএসওয়াই) স্ট্যান্ডার্ড ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া বই, ই-বুক এবং ডিজিটাল ব্রেইল বই তৈরি করেছে।

দৃষ্টি-শ্রুতি প্রতিবন্ধীসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর পড়ার ধরন বদলে দিয়েছে মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক। ২০২৩ সালের জন্য বইটি দৃষ্টি ও শ্রুতি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছে এনসিটিবি।

54 | Digitalizing Lives

Digitalizing Lives | 55



'Four Wheel Banking' enables Kawser to withdraw disability allowance within 5 minutes

Kawser, a resident of Sylhet city, has been receiving the disability allowance since 2004. He became handicapped from Typhoid fever when he was 4, with both his legs no longer functioning. He recalled his previous bad experiences of withdrawing disability allowance from banks— Kawser often would have to go home back without money after spending the whole day in a queue in front of the cash counter. And the next day, it would happen again.

But gone are the days of Kawser's sufferings, thanks to the 'Four Wheel Banking' service. It delivers the allowance to his doorstep, enabling him to withdraw the money within four to five minutes.

It delivers the allowance to his doorstep

Thirty-nine-year-old Kawser now receives an SMS about depositing money, and subsequently, he goes to an agent and withdraws the money. He runs his sevenmember family with allowance and assistance from others.

Joynal Abedin, an entrepreneur of Sylhet District Council Digital Centre, launched the initiative 'Four Wheel Banking' on August 12, 2020, to deliver those receiving disability, elderly, and lactating mother allowances to the doorsteps of people. About 22,000 service receivers have already joined it.

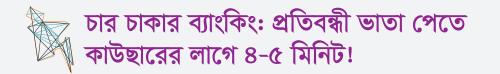
Apart from regular banking service, Joynal disburses loans to small and medium businessmen, including providing farmers agricultural loans at 4 percent interest for purchasing livestock. Bank Asia Limited is helping Joynal in this regard.

Eleven people are now working with Kawser. The 'Four Wheel Banking' played a vital role in delivering financial services to the doorsteps of people during the Covid-19 pandemic during the lockdown period. About 200 agents, including one from each ward of the city corporation area and union of the Sadar Upazila, joined the service, and is gaining more popularity. The people can receive any sort of financial services from the agents.



56 Digitalizing Lives





২০০৪ সাল থেকে প্রতিবন্ধী ভাতা পান সিলেট শহরের কাউছার। মাত্র চার বছর বয়সে টাইফয়েডে দুই পায়ে প্রতিবন্ধিতা তৈরি হয়েছিল তার। আগে ব্যাংকে গিয়ে দীর্ঘ অপেক্ষা আর ভোগান্তির অভিজ্ঞতা এখনও বেশ মনে পড়ে তাঁর। অনেক সময়ে লাইন শেষ করে কাউন্টারে গিয়ে তাকে শুনতে হতো, "আজ হবে না, আরেক দিন আসেন"। আরেক দিন গিয়েও হয়ত পুরোনো কথা নতুন করে শুনতে হতো।

তবে, চমৎকার উদ্ভাবনী 'চার চাকার ব্যাংকিং' সেবায় অতীত হয়েছে কাউছারের সেসব দিন। এখন ভাতা তাঁর দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়, 8-৫ মিনিটে তুলে নেন তিনি। কষ্টের অভিজ্ঞতা শুনিয়ে ৩৯ বছর বয়সী কাউছার বলেন, "এখন ফোনে ভাতার এসএমএস আসে। এসএমএস আসলে বই নিয়ে এজেন্টের কাছে চলে যাই। আগের সেই দিন নাই, এখন অনেক দ্রুতগতিতে পেয়ে যাই ভাতা।" ভাতার পাশাপাশি মানুষের সাহায্য নিয়ে ৭ জনের সংসার চালান কাউছার। আগে হুইলচেয়ারে চললেও এখন নিজের জন্য একটি ট্রাইসাইকেল বানিয়ে নিয়েছেন।

> "আগের সেই দিন নাই, এখন অনেক দ্রুতগতিতে পেয়ে যাই ভাতা।"

কাউছারের মতো প্রতিবন্ধী কিংবা অন্যান্য বয়ঙ্ক ব্যক্তি ও মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীদের ভাতা সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্য 'চার চাকার ব্যাকিং'-এর উদ্যোগ নিয়েছেন সিলেট জেলা পরিষদ ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোজা জয়নাল আবেদীন। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে পরিকল্পনা নিয়ে পরের বছর ১২ আগস্ট এই কার্যক্রম চালু করেন তিনি। ইতোমধ্যে 'চার চাকার ব্যাংকিং'-এ প্রায় ২২ হাজার গ্রাহক যুক্ত হয়েছেন। নিয়মিত ব্যাকিং সেবার পাশাপাশি কৃষকদের গবাদী পশু ক্রয়ের জন্য ৪% হারে কৃষি ঋণপ্রদানসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীর মধ্যে ঋণ বিতরণ করেছে। এই কার্যক্রমে জয়নালকে সহযোগী হয়েছে ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড।

কাউছারের সঙ্গে ১১ জন কর্মী কাজ করে চার চাকার ব্যাংকিংয়ে। কোভিডকালীন সময়ে মানুষ যখন লকডাউন পরিছিতিতে ঘর থেকে বের হতে পারেনি, সেই সময় চার চাকার ব্যাংকিং মানুষের বাড়ি বাড়ি সেবা পৌঁছে দিয়েছে। জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে কাজের আওতাও বেড়েছে চার চাকার ব্যাংকিংয়ের। সেবা প্রদানের জন্য সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে এবং সদর উপজেলা প্রতিটি ইউনিয়নে এখন যুক্ত হয়েছেন প্রায় ২০০ জন এজেন্ট। ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের আওতায় থাকা এসব এজেন্টদের যে কারও কাছ থেকে ভাতা তোলার পাশাপাশি অন্য ব্যাংকিং সেবা নিতে পারেন সুবিধাভোগীরা। ভোগান্তি অতীত করে সেবা এসে গেছে উপকারভোগীর দোরগোড়ায়। ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ হাজার পরিবারকে সরাসরি চার চাকার ব্যাংকিংয়ের সেবায় যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে জয়নাল আবেদিনের।



Multimedia Classroom: Students visit historical sites while staying at home

Aranya Ray, a 10th grader at River View Collectorate School in Rajshahi, is very excited about having a multimedia classroom that offers them the opportunity of acquiring technology-based practical knowledge. When they were taught manually with only textbooks with black and white pictures, students could not understand many things shown. But now, Aranya and other students can virtually visit the spots of the pictures through visualization.

The photographs of historical and heritage sites home and abroad like Mahasthangarh, Paharpur, Eiffel Tower or Statue of Liberty were confined to textbooks with ordinary photos— there was no scope to learn more about the sites going beyond the descriptions given in the books.

"But now our teachers virtually take us to the places or sites using multimedia. We can know in detail about anything through the internet using our digital lab, which is actually flourishing our technology-based knowledge," Aranya said.

Teachers take classes through power-point presentations.

The multimedia classrooms help the students to be more attentive in classes; the teachers take classes through power-point presentations, making the learning process more interesting while the students can acquire in-depth knowledge too. Since the school is well equipped with digital technologies and devices, students now enter the classrooms giving digital attendance through fingerprint. During the coronavirus pandemic, classes were continued online through Zoom without any interruption.

"It was great for us to continue our academic activities through digital platforms during the Covid-19 situation, thanks to the government's Digital Bangladesh vision," said Aranya.

A total of 58,000 multimedia classrooms have so far been set up at different educational institutions, including schools, colleges, universities, and madrasahs across the country.



60 Digitalizing Lives





দশম শ্রেণির ছাত্র অরণ্য রায়। ক্ষুলের মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের মাধ্যমে প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত উচ্ছুসিত ও আনন্দিত সে। রাজশাহীর রিভার ভিউ কালেক্টরেট ক্ষুলের এই শিক্ষার্থী বলল, "আমাদের যখন সনাতন পদ্ধতিতে সাদা-কালো ছবিযুক্ত বই দিয়ে শেখানো হয়েছিল, তখন আমরা ছবিতে বর্ণিত জিনিসগুলো সেভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি। কিন্তু এখন আমরা ভার্চুয়াল ভিজ্যুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে ছবিগুলোর বান্তবিক পরিস্থিতি বুঝতে পারছি।"

আগে মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, আইফেল টাওয়ার বা স্ট্যাচু অব লিবার্টির ন্যায় ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক স্থানগুলোর ছবি অন্যান্য ছবির মতো পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ ছিল। বইয়ে দেওয়া বর্ণনার বাইরে স্থানগুলো সম্পর্কে বিশদ জানার কোনো সুযোগ ছিল না।

> শিক্ষকরা এখন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে পাঠদান করছেন।

"কিন্তু এখন শিক্ষকরা মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে আমাদের ভার্চুয়ালি সেসব জায়গায় পরিদর্শন করান। আমরা আমাদের ডিজিটাল ল্যাব ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেকোনো বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারি, যা প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করছে।"

অরণ্য জানায়, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তাদের বেশি মনোযোগী করে তুলেছে। কারণ, শিক্ষকরা এখন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে পাঠদান করছেন। এজন্য পাঠ্যপুস্তকের গুরুগম্ভীর বিষয়ও বেশ আগ্রহোন্দীপক হয়ে উঠছে। অরণ্য বলছিল, এখন তাদের শ্রেণিকক্ষ ডিজিটাল প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ। ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীরা। জুম প্র্যাটফর্মের মাধ্যমে পাঠদান চালু থাকায় করোনাভাইরাস মহামারির সময়েও তাদের পড়াশোনায় কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি।

"সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার ফলে আমরা কোভিড-১৯ মহামারি পরিষ্থিতির মধ্যেও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পেরেছি। এটা অত্যন্ত আনন্দের," বলল অরণ্য। সারাদেশে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ পর্যন্ত মোট ৫৮ হাজার মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।



Shikkhak Batayan Roksana becomes the best creator

Roksana Akter, an assistant teacher for Biology of the Flowers KG and High School in Moulvibazar, did not sit idle at home during the closure of educational institutions due to the Covid-19 pandemic. She tried to minimize students' education loss by taking online classes through Facebook and YouTube.

Simultaneously, Roksana was working on creating multimedia and video content for 'Shikkhak Batayan'. She created about 250 unique pieces of content on science and agriculture.

Roksana was selected as the best content creator of 'Shikkhak Batayan' in 2022. Millions of students have already taken lessons from her online classes and video content through the virtual teaching platform.

Millions of students have already taken lessons from her online classes.

Expressing joy over getting the recognition, Roksana said, "Teachers are present on 'Shikkhak Batayan' to improve their professional skills. I created various constructive content on Batayan on a regular basis, and as a result, I was selected as the best content creator on the platform".

'Shikkhak Batayan' (www.teacher.gov.bd) announces the best individuals' names under four categories—Best Content Creator, Best Online Performer, Best Innovator, and Best Leader—every 15 days. Two persons are selected for each category.

Roksana, one of the over 6 lakh teachers on the platform, runs an online school named 'Learn Biology' on the portal. Through this, she took about 200 online classes during the Covid-19 pandemic. Besides, she is also working as a District Teacher Ambassador with a2i.

Roksana joined her school in 2007. In the National Education Week of 2022, she was selected the best class teacher at the district level under the secondary school category. She studied in Patanushar High School, Sylhet Government Women's College and MC College. Roksana obtained her B.Ed degree from Bangladesh Open University. She participated in a training programme in New Zealand in 2019.



64 | Digitalizing Lives





করোনাভাইরাস অতিমারির মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও ঘরে বসে থাকেননি মৌলভীবাজারের দ্য ফ্লাওয়ার্স কে. জি. অ্যান্ড হাইক্ষুলের সহকারী শিক্ষক রোকসানা আজ্ঞার। ফেসবুক পেইজ, গ্রুপ ও ইউটিউবে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালান তিনি। একইসাথে 'শিক্ষক বাতায়ন'-এর জন্য মাল্টিমিডিয়া ও ভিডিও কনটেন্ট তৈরি করতে থাকেন। বিজ্ঞান ও কৃষি শিক্ষা বিষয়ে প্রায় আড়াই শ কনটেন্ট তৈরি করেন তিনি। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ২০২২ সালে শিক্ষক বাতায়নে সেরা কন্টেন্ট নির্মাতা নির্বাচিত হয়েছেন মৌলভীবাজারের এই ক্ষুলশিক্ষক। রোকসানা আক্তারের তৈরি অনলাইন ক্লাস ও ভিডিও কনটেন্ট থেকে এরই মধ্যে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী পাঠ গ্রহণ করেছেন।

কাজের স্বীকৃতি পাওয়ায় খুশির কথা জানিয়ে রোকসানা আক্তার বলেন, "শিক্ষকরা শিক্ষক বাতায়ন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেন শিক্ষকতার পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য। আমি বাতায়নে নিয়মিত বিভিন্ন গঠনমূলক কন্টেন্ট তৈরি করছি। যার ফলস্বরূপ শিক্ষক বাতায়নের সেরা কন্টেন্ট নির্মাতা নির্বাচিত হয়েছি।"

> রোকসানা আক্তারের তৈরি অনলাইন ক্লাস ও ভিডিও কনটেন্ট থেকে এরই মধ্যে লক্ষাধিক শিক্ষাথী পাঠ গ্রহণ করেছেন।

প্রতি ১৫ দিনে চার ক্যাটাগরিতে সেরাদের নাম প্রকাশ করে থাকে শিক্ষক বাতায়ন (teacher.gov.bd) কর্তৃপক্ষ। যেখানে দুইজনকে সেরা কনটেন্ট নির্মাতা, সেরা অনলাইন পারফর্মার, সেরা উদ্ভাবক এবং সেরা নেতৃত্বদানকারী হিসেবে নেওয়া হয়। শিক্ষক বাতায়ন প্র্যাটফর্মে যুক্ত ৬ লাখের অধিক শিক্ষকের একজন রোকসানা আজার। ওই পোর্টালে 'লার্ন বায়োলজি' নামে একটি অনলাইন ক্ষুল রয়েছে তার। এর মাধ্যমে করোনার সময় শিক্ষার্থীদের জন্য প্রায় ২০০ ক্লাস নিয়েছেন রোকসানা আজার। এছাড়া, তিনি এটুআই-এর সঙ্গে জেলা শিক্ষক অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করছেন।

রোকসানা আক্তার ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে দ্য ফ্লাওয়ার্স কে. জি. অ্যান্ড হাইস্কুলে জীববিজ্ঞান বিষয়ের সহকারী শিক্ষক পদে যোগ দেন। ২০২২ সালের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে জেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণিশিক্ষক নির্বাচিত হন। পতনউষার উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ এবং এম সি কলেজে পড়াশোনা করেছেন রোকসানা আক্তার। তিনি বিএড করেছেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ২০১৯ সালে নিউজিল্যান্ডে বিজ্ঞান শিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণেও অংশ নেন তিনি।



Muktopaath makes Soumitra Bishwas an entrepreneur

Soumitra Bishwas was leading his family with the income from his job as a computer demonstrator at a high school in Dumuria upazila of Khulna district. But with increasing commodity prices, it was not enough to meet the daily expenditures. So, he was looking for another source of income.

At one stage, Bishwas came to know about the country's largest online learning platform 'Muktopaath'. The e-learning platform for education, skills, and professional development emerged as a fillip for him to acquire a new skill that empowered him to be an entrepreneur.

Like Bishwas, many youths are now taking part in online courses regularly on the platform and making themselves self-employed.

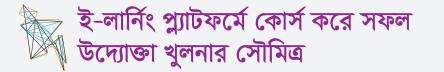
Bishwas started his initiative 'quail farming' after completing a course titled "Quail Farming in Low Budget" from Muktopaath. It is a time and cost-effective method, as anyone could take lessons easily through the platform. After completing the course, he first started a quail rearing farm with 200 quails. Now he is looking to expand his farm with 500 more quails.

Like Bishwas, many youths are now taking part in online courses regularly on the platform and making themselves self-employed. The platform is also helping professionals enrich their knowledge with technological know-how.

Since the inception of the platform in 2016, over 18 lakh learners from diverse fields—students, teachers, unemployed youths, women, farmers, expatriates, government and non-government employees, doctors and health workers, lawyers, journalists, and other professionals have received training. Currently, more than 200 courses are being run by the platform across the country with 77 partners.







একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কম্পিউটার ডেমোনেস্ট্রেটর হিসেবে চাকরি করে কোনোমতে সংসার চালাচ্ছিলেন খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার সৌমিত্র বিশ্বাস। কিন্তু দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির এই সময়ে দৈনন্দিন খরচ মেটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না তার সেই সীমিত আয়। পারিবারিক ব্যয়নির্বাহের জন্য আয়ের বিকল্প কোনো উৎস খুঁজছিলেন তিনি। একপর্যায়ে দেশের সবচেয়ে বড় শিখন প্র্যাটফর্ম 'মুক্তপাঠ'-এর কথা জানতে পারেন এই যুবক। তিনি বলেন, "যখন আমি আয়ের নতুন উৎস খুঁজছিলাম, তখন শিক্ষা, দক্ষতা ও পেশাগত উন্নয়নের ই-লার্নিং প্র্যাটফর্ম 'মুক্তপাঠ' আমাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখায়।"

নতুন দক্ষতা অর্জনের প্ল্যাটফর্ম 'মুক্তপাঠ' প্রণোদনা হিসেবে আবির্ভূত হয় সৌমিত্র বিশ্বাসের জন্য, উদ্যোক্তা হওয়ার পথে চলার সাহস পান তিনি।

> সোঁমিত্রের মতো বহু যুবক নিয়মিত 'মুক্তপাঠ'–এর অনলাইন কোর্সগুলো করছেন এবং স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

সৌমিত্র বলেন, "ম্বল্প পুঁজিতে কোয়েল পালন কোর্স শেষ করার পর আমি আমার উদ্যোগ শুরু করি। সময় এবং অর্থ সাশ্রয়ী হওয়ায় যে কেউ এখান থেকে খুব সহজেই বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নের কোর্স করতে পারেন।" কোর্স সম্পন্ন করে প্রথমে দুইশ' কোয়েল দিয়ে খামার চালু করেছেন সৌমিত্র বিশ্বাস। আরও পাঁচশ' কোয়েল বাড়িয়ে খামার বড় করার পরিকল্পনা তাঁর।

সৌমিত্রের মতো বহু যুবক নিয়মিত 'মুক্তপাঠ'-এর অনলাইন কোর্সগুলো করছেন এবং স্বাবলম্বী হচ্ছেন। শিক্ষক, চিকিৎসক, সরকারি-বেসরকারি কর্মী এবং সাংবাদিকদের মতো বিভিন্ন পেশাজীবীদের প্রযুক্তিজ্ঞান বাড়ানোর কাজেও ভূমিকা রাখছে এই প্র্যাটফর্ম।

২০১৬ সালে চালু হওয়া ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম 'মুক্তপাঠ' থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বেকার যুবক, নারী, কৃষক, প্রবাসী, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, ডাজ্ঞার ও স্বাস্থ্যকর্মী, আইনজীবী এবং সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ১৮ লাখের অধিক নাগরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। মুক্তপাঠ-এ বর্তমানে ৭৭টি অংশীদার প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত দুইশটিরও অধিক কোর্স রয়েছে।



Visually impaired people can learn through 'Muktapaath'

Mohammad Hasan, anassistant teacher of Surikra Government Primary School in Chouddagram Upazila of Comilla is visually impaired. He tried to do a course on 'Math Olympiad' in 'Muktapaath' during the coronavirus pandemic. But he failed as the portal was usable. Later, Hasan informed the matter to a2i.

Responding to Hasan's plea, the government's e-learning platform 'Muktapaath' was made user-friendly for the visually impaired people. The problems were solved as per their own suggestions. Currently, most of the courses in 'Muktapaath' are accessible to visually impaired persons.

'Muktapaath' is the largest e-learning platform in the Bangla language.

'Muktapaath' is the largest e-learning platform in the Bangla language. It offers courses on different subjects for free with the slogan 'Learn, when and where you want'. In order to join any course in 'Muktapaath', one needs to open his/her own ID with the name, mobile number or e-mail address and password.

Visually impaired people need an open screen reader software called 'Non-Visual Desktop Access (NVDA)', which needs only installation after download, to do courses in the 'Muktapaath'. It can be used in both Bangla and English languages. Each text that comes on the screen is read aloud through the software.

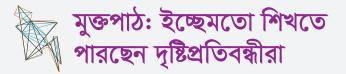
Currently, a button named 'Accessibility Menu' is available on the right side of the platform, where various supportive instructions for people with disabilities are available.

There are a total of 232 courses on 'Muktapaath'. An 'Accessibility Auditors Panel' helps to make 'Muktapaath' friendly for visually impaired persons. This panel checks how useful the various government websites and online services are for people with disabilities.

Currently, 25 persons with disabilities are working in the panel and identifzing the problems, which are solved as per their opinion.







কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার সুরিকরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ হাসান। তিনি একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি। করোনা অতিমারি শুরুর দিকে ই-লার্নিং পোর্টাল 'মুক্তপাঠ'-এ গণিত অলিম্পিয়াডের ওপর একটি কোর্স করার চেষ্টা করেন হাসান। কিন্তু পোর্টালটি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী-বান্ধব না হওয়ায় তখন কোর্সটি করতে পারেননি তিনি।

বিষয়টি মোহাম্মদ হাসান মুক্তপাঠকে জানান। তার দুর্ভোগের কথা শুনে 'মুক্তপাঠ'কে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধান করা হয় তাঁদের পরামর্শের ভিত্তিতেই। বর্তমানে 'মুক্তপাঠ'-এর অধিকাংশ কোর্স দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী।

> 'মুক্তপাঠ' বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় ই–লার্নিং প্ল্যাটফর্ম।

'মুক্তপাঠ' বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম। যে কেউ এখানে বিনামূল্যে বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স করতে পারেন। মুক্তপাঠে কোর্স করতে হলে প্রথমে ব্যক্তির নাম, মুঠোফোন নম্বর বা ই-মেইল অ্যাড্রেস ও পাসওয়ার্ড দিয়ে নিজম্ব আইডি খুলতে হয়।

মুক্তপাঠে কোর্স করার জন্য দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজন হয় 'নন-ভিজ্যুয়াল ডেক্ষটপ অ্যাকসেস' (এনভিডিএ) নামের দ্রিন রিডার সফটওয়্যারের। এটি একটি উন্মুক্ত সফটওয়্যার। ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিলেই হয়। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই এটি ব্যবহার করা যায়। সফটওয়্যারটির মাধ্যমে দ্রিনে আসা কোর্সের প্রতিটি লেখা পড়ে শোনানো হয়।

বর্তমানে মুক্তপাঠ পোর্টালে প্রবেশ করলে দ্রিনের ডান পাশে 'অ্যাকসেসিবিলিটি মেনু' নামে একটি বোতাম পাওয়া যায়। সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সহায়তার বিষয় রয়েছে। মুক্তপাঠে মোট কোর্স আছে ২১৯টি। মুক্তপাঠকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহারের উপযোগী করতে 'অ্যাকসেসিবিলিটি অডিটরস প্যানেল'-এর সহায়তা নেওয়া হয়ে থাকে। সরকারের বিভিন্ন ওয়েবসাইট, অনলাইন সেবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য কতটা উপযোগী, তা যাচাই করতে এ প্যানেল গঠন করা হয়েছে।

বর্তমানে ২৫ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এ প্যানেলে আছেন। তাঁরা সরকারি ওয়েবসাইট সংক্রান্ত সেবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কী কী সমস্যা হয়, সেগুলো চিহ্নিত করেন। তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে সমস্যাগুলো সমাধান করা হয়।



e-Mutation ensures cost-effective service on time

Fifty-year-old farmer Ranu Mondal bought a small piece of land from his brother in Paba Upazila of Rajshahi district. He went to the Paba Upazila land office to do an e-Mutation (namjari) of that land. He easily got the e-Mutation documents as he had applied online in advance.

e-Mutation is the method of changing the title ownership from one person to another in the government record of rights digitally when the property is transferred or sold.

"The online mutation system has simplified the service that is saving time and money"

"I came here (to the land office) to get my land mutation as I have already applied for the service online. The online mutation system has simplified the service that is saving time and money," said Ranu.

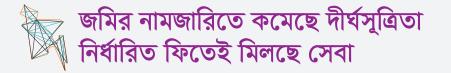
Since the process of getting the service has become very easy and transparent, people like Ranu now don't need to pay extra money or visit the office. They can now avail the service by paying the fees fixed by the government online within the stipulated time. "We are grateful to the government for launching the digital service," said Ranu.

The e-Mutation pilot program was started on February 1, 2017, in seven upazilas in the country, aiming to bring all land-related services under the digital system. The e-Mutation was set out simultaneously across the country from July 1, 2019.

The e-Mutation system is being implemented at more than 6,600 offices, including 492 upazilas and 20 circle offices across the country. More than 88 lakh applications have so far been made through the system, while over 83.2 lakh have been disposed of till December 2022.







ভাইয়ের কাছ থেকে সামান্য জমি কিনেছেন রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার পঞ্চাশ বছর বয়সী কৃষক রানু মণ্ডল। একসময় নামজারি করাটা ৩-৬ অপেক্ষায় থাকতে হতো আর দালাল ছাড়া নামজারি হওয়াটা খুবই কষ্টকর একটি বিষয় ছিল। ই-মিউটেশন (নামজারি) করার জন্য পবা উপজেলা ভূমি অফিসে আসা তাঁর। আগেই অনলাইনে আবেদন করে আসায় খুব সহজে ই-নামজারির কাগজপত্র হাতে পেয়েছেন তিনি।

> "এই পদ্ধতির ফলে সেবাটি আগের চেয়ে অনেক বেশি সহজ এবং স্বচ্ছ হয়েছে। এখন আমাদের অতিরিক্ত কোনো টাকা খরচ করতে হয় না।"

মূলত ই-নামজারি হলো মালিকানা পরিবর্তন। যদি কোনো জমি বিক্রি অথবা হস্তান্তর করা হয় তখন তা সরকারের 'রেকর্ডে' ডিজিটালি নথিভুক্ত করা হয় এই প্রক্রিয়ায়। দ্রুত সময়ে ই-নামজারি করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে রানু মঞ্চল বলেন, "ভূমির নামজারির জন্য ভূমি অফিসে এসেছি। কারণ আমি আগেই অনলাইনে এই সেবার জন্য আবেদন করেছিলাম। নামজারির জন্য অনলাইন পদ্ধতি এই সেবাকে সহজ করেছে। একারণে সময় এবং টাকা দুই-ই বেঁচে গেছে আমার।" তিনি বলেন, "এই পদ্ধতির ফলে সেবাটি আগের চেয়ে অনেক বেশি সহজ এবং স্বচ্ছ হয়েছে। এখন আমাদের অতিরিক্ত কোনো টাকা খরচ করতে হয় না। এছাড়া সময়ও কম লাগে। এখন আমরা সরকার নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই সেবা পাচ্ছি। এজন্য বর্তমান সরকারের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।"

জমিসংক্রান্ত সব সেবা ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনার লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি 'ই-নামজারি' পাইলট প্রকল্পটি চালু হয়। এরপর ২০১৯ সালের ১ জুলাই দেশব্যাপী শতভাগ ই-নামজারি সেবা চালু হয়।

২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে ই-নামজারির সিস্টেমটি ৪৯২টি উপজেলায় ও ২০টি সার্কেল অফিসসহ ৬ হাজার ৬ শতেরও অধিক অফিসে বান্তবায়ন চলছে। এ সিস্টেমে আগত ৮৮ লাখেরও অধিক আবেদন থেকে ৮৩ লাখ ২ হাজারেরও অধিক আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে।



'Krishaker Janala' brings pioneering changes in agriculture

Once Riazul Karim Farhad, a farmer of Mymensingh's Muktagacha, used to face different sorts of problems in cultivating crops. Since different types of diseases used to attack the crops, he had to travel to the agriculture office in Muktagachha town from his village to take advice, which was time-consuming and costly.

But now, the 'Krishaker Janala' app has brought revolutionary changes to Riazul's life as well as in the whole agriculture sector. It is an e-service platform under the Bangladesh National Portal, which plays an important role in solving agriculture-related problems.

> It is an e-service platform under the Bangladesh National Portal, which plays an important role in solving agriculture-related problems.

The app ended the miseries of farmers by teaching them about farming and educating the rural economy, which boosted production. Farmers like Riazul now find solutions to multiple agriculture-related problems by using the app. The Union Agriculture Information Advice Centre plays a vital role in this regard. The app helped Riazul develop a mixed agro farm by acquiring modern information technology knowledge.

Technology changed his fate by facilitating bumper production, making him successful. Riazul now produces vegetables along with cereal crops simultaneously on the same land. He also produces different foreign fruits, including dragon fruit and strawberry, alongside native fruits such as mango, jackfruit and lychee, which help him earn a handsome amount every year.

Since he uses organic fertilizers and concerted disease control methods in cultivation, his agricultural products like vegetables and fruits have a vast demand as these are totally chemical-free. Riazul advertises his products online. Consumers from across the country purchase his products.







ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার দুল্লা গ্রামের কৃষক রিয়াজুল করিম ফরহাদ। কৃষি বিভাগ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মাঠে নামলেও রোগবালাইসহ বিভিন্ন সমস্যা নিদারুণ ভোগাচ্ছিল তাঁকে। কিন্তু, কেবল পরামর্শের জন্য বাড়ি থেকে বেশ দূরের পথ পাড়ি দিয়ে মুক্তাগাছা শহরের কৃষি অফিসে যাওয়া লাগত তাঁর, যা ছিল সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল।

তবে, 'কৃষকের জানালা' অ্যাপ রিয়াজুল করিমের মতো কৃষকদের পাশাপাশি পুরো কৃষি খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। কৃষি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে জাতীয় তথ্য বাতায়নের অধীনে থাকা এই ই-সার্ভিস।

> কৃষি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে জাতীয় তথ্য বাতায়নের অধীনে থাকা এই ই–সার্ভিস।

এই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সহজ হয়েছে। এজন্য কিষাণ-কিষাণীদের দুর্ভাবনার যেমন অবসান হয়েছে, তেমনি সাফল্যও এনে দিয়েছে তাদের। রিয়াজুল করিম এখন মোবাইল ফোনে 'কৃষকের জানালা' অ্যাপের মাধ্যমে তার সমস্যার সমাধান খুঁজে নেন।

তিনি বলেন, "আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এখন মিশ্র কৃষি খামার গড়ে তুলেছি। একই জমি ব্যবহার করে একাধারে খাদ্যশস্যের সাথে সাথে বিভিন্ন শাকসবজি উৎপাদন করি। এছাড়া দেশীয় ফল আম, কাঁঠাল, লিচুর সাথে ড্রাগন, স্ট্রবেরিসহ বিভিন্ন বিদেশি ফলও উৎপাদন করছি। এতে বাৎসরিক আয়ও ভালো হয়।"

জৈব পদ্ধতিতে তৈরি সার ও সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতি ব্যবহার করে সম্পূর্ণ বিষমুক্ত শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন করায় তাঁর কৃষি পণ্যের চাহিদাও বেশি। তার ওপর রয়েছে পণ্য বিক্রয়ের জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। এখন জেলা এবং জেলার বাইরে থেকে ক্রেতারা এসে ন্যায্যমূল্যে তাঁর কাছ থেকে এসব ফসল কিনে নিচ্ছে। "উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়া যেমন সহজ হয়েছে, আয়ও তেমনি ভালো হচ্ছে", বলেন রিয়াজুল করিম।

দেশের বৃহত্তম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নের অধীন ৬৫৭টি ই-সেবার একটি 'কৃষকের জানালা'।



Kishore Batayan: a virtual educational institution for students

Many things were stopped due to Covid-19. Schools remained closed for a long time. Coaching classes were also strictly prohibited. House tutors' teaching was quite impossible. But exams were knocking on the door of Mariam Binte Nahar Meem, an SSC examinee of 2021 from Jhatibunia JR Girls High School in Mirzaganj upazila of Patuakhali district.

When Meem started feeling that all hope was lost, 'Kishore Batayan-Konnect' appeared as a blessing for her. Her father helped her get registered on April 12, 2020. Since then, she has been with the platform.

Kishore Batayan promotes skills, 'edutainment', career and counselling for adolescents.

'Konnect' (Kishore Batayan) is an online-based educational platform that promotes skills, 'edutainment', career and counselling for adolescents. The 'teenagers' can share, upload and learn through creative multimedia content and important life lessons that can help develop their talent, social and personal skills, personality, and commitment to the nation's welfare.

After connecting to the platform, Meem started attending classes online. Teachers from the country's reputed educational institutions were teaching there. Expressing satisfaction over the service, Meem said, "I couldn't feel that school was closed."

Like Meem, over 35 lakh learners from all over Bangladesh are connected with 'Konnect'.

Since its inception in February 2018, on average, more than 1.20 lakh learners usually get connected with the 'Kishore Batayan' portal (http://www.konnect.edu.bd/) every week, while over 10 lakh join through social media.

'Kishore Batayan' has already introduced students from 13 countries through a programme called 'Konnect the world, Friendship around the globe'.







২০২১ সাল। সময়টা তখনও করোনাভাইরাস অতিমারির। আপাতদৃষ্টিতে অনেক কিছু থমকে আছে। প্রায় দেড় বছর ধরে বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বন্ধ কোচিং সেন্টারও। সুযোগ নেই প্রাইভেট পড়ার, এমনকি বন্ধুদের সাথে দেখা-সাক্ষাতেরও। কিন্তু মরিয়ম বিনতে নাহার মীমের দরজায় কড়া নাড়ছে এসএসসি পরীক্ষা।

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার ঝাটিবুনিয়া জেআর গার্লস হাই স্কুলের এই শিক্ষার্থী এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিছিতিতে সন্ধান পায় 'কিশোর বাতায়ন'-এর। শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে ডিজিটাল এই প্র্য্যাটফর্মে বাবার সহযোগিতায় যুক্ত হন। তারপর 'কিশোর বাতায়ন' থেকে অনেক বিষয় শিখছে মীম।

> ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা, জীবনদক্ষতা এবং ক্যারিয়ার ও মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নিয়ে কাজ করে কিশোর বাতায়ন।

২০১৮ সালে অনলাইনভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যম কিশোর বাতায়ন এর প্রাথমিক আইডিয়া নিয়ে কাজ শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯ সালে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা, জীবনদক্ষতা এবং ক্যারিয়ার ও মনোসামাজিক কাউপেলিং নিয়ে কাজ করে কিশোর বাতায়ন। অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও যেন কিশোররা এতে যুক্ত হতে পারে সেজন্য কাজ করছে এই বাতায়ন। করোনা পরিস্থিতিতে যখন অনলাইন ক্লাস শুরু হলো, তখন কিশোর বাতায়নের শুরুর দিকের কার্যক্রমকে আরো সম্পৃদ্ধ করা হয়। সংসদ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ক্লাসগুলো কিশোর বাতায়নের ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটে দেওয়া শুরু হয়।

এছাড়া একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য দেশসেরা শিক্ষকদের মাধ্যমে এক হাজারেরও বেশি বিষয়ভিত্তিক ইন্টার-অ্যাক্টিভ লাইভ ক্লাস সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২১ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের ওপর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রষ্তুতিমূলক বিশেষ ক্লাস প্রচারিত হয় কিশোর বাতায়ন ফেসবুক পেজে।

কিশোর বাতায়নে যুক্ত হওয়ার পর থেকে নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমের সুবিধা নিচ্ছে মীম। অনলাইনে ক্লাস করানো হয় সেখানে। দেশের নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা পড়াচ্ছেন। ক্ষুল যে বন্ধ, মনেই হতো না তার কাছে।

শুধু মীমই নয়, সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় ৩৫ লাখ শিক্ষার্থী যুক্ত হয়েছে কিশোর বাতায়নে। এই করোনা মহামারির সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইনে ক্লাস ও পরীক্ষার পাশাপাশি কিশোর বাতায়নের প্রোগ্রামগুলো বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। একটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১৩টি দেশের শিক্ষার্থীদের যুক্ত করেছে কিশোর বাতায়ন।



'333' earns praise over child marriage prevention

In July 2019 all preparations were completed to get a 15-year-old female student of a Madrasah in Faridganj upazila of Chandpur married off. But she was not willing to marry at that age. The defiant student dialled the helpline number '333' and lodged a complaint as she had failed to convince her family. Her marriage was stopped with the swift intervention of the Upazila Nirbahi Officer (UNO).

A similar incident took place just two years later, in October 2021. All preparations, including hosting dinner to bridegroom entourages, were completed. The priest was preparing to complete the rituals to get the couple married off at a local temple at Sonagazi in Feni. At that time, administrative officials rushed to the spot and stopped the child marriage ceremony. The officials also fined the parents of both the bride and the bridegroom.

Since its inception in 2018, the helpline has played an important role in preventing about 10,000 child marriages.

About the Chandpur child marriage incident, UNO Mamata Afrin said the girl's family organized the wedding ceremony after Jum'aa prayers. When the girl called the helpline number 333, the upazila administration officials went there and stopped the marriage. The mobile court fined the girl's father Taka 30,000. He also said that he would not take such steps until the girl reached adulthood.

The government launched the helpline 333 to provide information on procedures of receiving public services and the redressal of social problems. This service is available round the clock. Anyone can dial the number from anywhere and receive a variety of information about government services and offices or officers, tourist attractions, and the redressal of different social problems. Since its inception in 2018, the helpline has played an important role in preventing about 10,000 child marriages.







বিয়ের সব আয়োজন পাকা করেছে পরিবার। কিন্তু ১৫ বছর বয়সী কিশোরী চান না বিয়ের পিঁড়িতে বসতে। পরিবারকে বোঝানোর বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন তিনি। উপায় না পেয়ে সরকারি তথ্য ও সেবার নম্বর ৩৩৩ নম্বরে কল করেন চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার ওই মাদ্রাসাছাত্রী। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দ্রুত হস্তক্ষেপে ২০১৯ সালের জুলাই মাসে বন্ধ হয় ওই বিয়ে।

আরেক ঘটনা তার দুই বছর পর, ২০২১ সালের অক্টোবরে। রাত তখন আড়াইটা। বরপক্ষকে আপ্যায়ন করা শেষ। ফেনীর সোনাগাজীতে স্থানীয় একটি মন্দিরে বিয়ে পড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন পুরোহিত। এমন সময় উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা হাজির হন। এরপর তাঁরা বন্ধ করে দেন বাল্যবিয়ের ওই আয়োজন। বর ও কনের বাবাকেও জরিমানাও করা হয়।

> ২০১৮ সালে চালুর পর থেকে দেশে প্রায় ১০ হাজার বাল্যবিবাহ বন্ধে ভূমিকা রেখেছে ৩৩৩ হেল্পলাইন।

চাঁদপুরের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ইউএনও মমতা আফরিন বলেন, "শুক্রবার জুমার নামাজের পর ওই কিশোরীর পরিবার এই বিয়ের আয়োজন করে। এসময় সে ৩৩৩ নম্বরে ফোন করলে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেখানে যান এবং বাল্যবিবাহে বাধা দেন। উপস্থিত মোবাইল কোর্ট কিশোরীর বাবাকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেন এবং সে প্রাপ্তবয়ক্ষ হওয়া পর্যন্ত যাতে এমন পদক্ষেপ যেন আর না নেন, সে মর্মে লিখিত মুচলেকা নেন।"

সরকারি তথ্য ও সেবা এবং সামাজিক সমস্যার প্রতিকারে সহায়তার জন্য জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ চালু করে সরকার। বিনামূল্যে সারাদেশে ২৪ ঘণ্টা ৩৩৩ নম্বরে কল করে যেকোনো নাগরিক সেবা নিতে পারছেন। যেকোনো মোবাইল বা টেলিফোন থেকে ৩৩৩ নম্বরে কল করলে সরকারি বিভিন্ন তথ্য সেবা, কর্মকর্তাদের তথ্য, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার প্রতিকারসহ পর্যটন ও জেলা সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য পাওয়া যাবে।

২০১৮ সালে চালুর পর থেকে দেশে প্রায় ১০ হাজার বাল্যবিবাহ বন্ধে ভূমিকা রেখেছে ৩৩৩ হেল্পলাইন। অন্যান্য সেবার সঙ্গে অসময়ে কিশোরীদের বিয়ে ঠেকাতে ভূমিকার জন্য উচ্ছুসিত প্রশংসা কুড়িয়েছে এই হেল্পলাইন।



'333' emerges as a lifesaving tool for Mizanur amid Covid-19

Mizanur Rahman's temperature reached 103 degrees, accompanied by a mild cough, at the time when the country's healthcare facilities were experiencing huge crowds and a scarcity of treatment facilities due to the outbreak of the global coronavirus pandemic in Bangladesh. He was rightly concerned as he, like many, had Covid-19 symptoms but was not sure how he would get to the end of it.

On the other hand, like other parts of the world, Bangladesh enforced a countrywide shutdown to tackle the coronavirus outbreak. Doctors were unavailable at healthcare facilities, and going to a hospital posed a further risk of contagion.

More than 7 lakh people have so far taken medical services and advice through it.

In such a situation, Mizanur found out that the national helpline '333' was providing telemedicine service. He did not waste time and called the number immediately. "Some people had said that it would be difficult to get connected with an agent and that it required multiple attempts, but to my surprise, my call went through in the first attempt," said Mizanur.

The call center agent forwarded his call to a helpline's Doctors' Pool physician, who closely listened to Mizanur's symptoms. He came to the conclusion that it was unlikely that Mizanur had Covid-19 and prescribed him medicine for the fever.

"The doctor told me to dial 333 again if I faced further complications and messaged me the prescription," Mizanur said. His condition then improved within a week. The national helpline '333' service had emerged as a lifesaving tool for many such as Mizanur amid the shutdown.

Over 4,500 doctors registered with BMDC were giving health advice over the phone through 333. More than 7 lakh people have so far taken medical services and advice through it.







মিজানুর রহমানের শরীরে প্রচণ্ড জ্বর, তাপমাত্রা ঠেকেছে ১০৩ ডিগ্রিতে। সঙ্গে আছে হালকা কাশি। কিন্তু করোনাভাইরাস মহামারির কারণে হাসপাতাল আর স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে মানুষের উপচে পড়া ভিড়। শরীরে কোভিডের উপসর্গ থাকলেও তিনি জানেন না, কীভাবে বা কোথা থেকে চিকিৎসা নেবেন। এদিকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে কঠোর লকডাউনের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন অনেক চিকিৎসকও।

এমন পরিস্থিতিতে সরকারি তথ্য ও সেবার নম্বর ৩৩৩-এর মাধ্যমে টেলিমেডিসিন সেবাপ্রাপ্তির বিষয়ে জানতে পারেন মিজানুর। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে টোল-ফ্রি এই নম্বরে কল করেন তিনি। "কেউ কেউ বলেছিল, অপর প্রান্তের এজেন্টের সঙ্গে সংযোগ পাওয়া বেশ কঠিন, কল করতে হবে অসংখ্যবার। কিন্তু বিশ্ময়কর ব্যাপার ছিল, প্রথম চেষ্টাতেই আমার কল চলে গেছে," বলেন মিজানুর।

> হেল্পলাইনটিতে কল করে এই পর্যন্ত ৭ লাখের অধিক নাগরিক চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ নিয়েছেন।

৩৩৩ হেল্পলাইনের এজেন্ট তৎক্ষণাৎ ওই কল ফরওয়ার্ড করে দেন হেল্পলাইনের আওতায় থাকা 'ডক্টরসপুল'-এর একজন চিকিৎসকের কাছে। এরপর তার উপসর্গ সম্পর্ক জেনে নেন ওই চিকিৎসক। উপসর্গ শুনে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, "মিজানুর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হননি, বরং সাধারণ জ্বর হয়েছে তার।" এরপর চিকিৎসক তাকে সাধারণ জ্বরের ওষুধ প্রেসক্রাইব করে দেন।

মিজানুর বলেন, "ডাজার আমাকে বলেছেন, যদি নতুন কোনো জটিলতা দেখা দেয়, তাহলে আমি যেন পুনরায় ৩৩৩ নম্বরে কল করি। এরপর মেসেজ করে আমাকে প্রেসক্রিপশন পাঠিয়ে দেন।" ওষুধ খাওয়ার পর এক সপ্তাহের মধ্যে সেরে ওঠার কথা জানিয়ে মিজানুর বলেন, "লকডাউনের সময় আমার জীবন রক্ষায় সহায়তা করেছে ৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইন। আমি অন্যদের অবশ্যই এই পরামর্শই দেব যে, তারা যেন স্বাষ্থ্য পরামর্শের জন্য এ নম্বরে কল করেন।"

সাড়ে ৪ হাজারের অধিক বিএমডিসির নিবন্ধিত চিকিৎসক ভলেন্টারি স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়েছেন এই ৩৩৩ নম্বরের মাধ্যমে। হেল্পলাইনটিতে কল করে এই পর্যন্ত ৭ লাখের অধিক নাগরিক চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ নিয়েছেন।



e-commerce: Natore's Liza sells products worth Taka 20 lakh in a year

Apart from looking after her family, Suraiya Morshed Liza was a final year student at Gol-e-Afroz Government College in Singra Upazila of Natore. When the college was declared closed due to the Covid-19 pandemic, she was thinking of doing something. Subsequently, Liza joined a group named 'Women and e-Commerce Trust' or 'We', a Facebook-based platform for women entrepreneurs, on August 31, 2020.

Being encouraged by the performance of the 'We' group members, Liza joined work instead of passing idle time. Primarily, she made hand-painted sarees and three pieces and started selling them online. Gradually, she expanded her business with pure ghee, honey, dried fish, palm molasses etc.

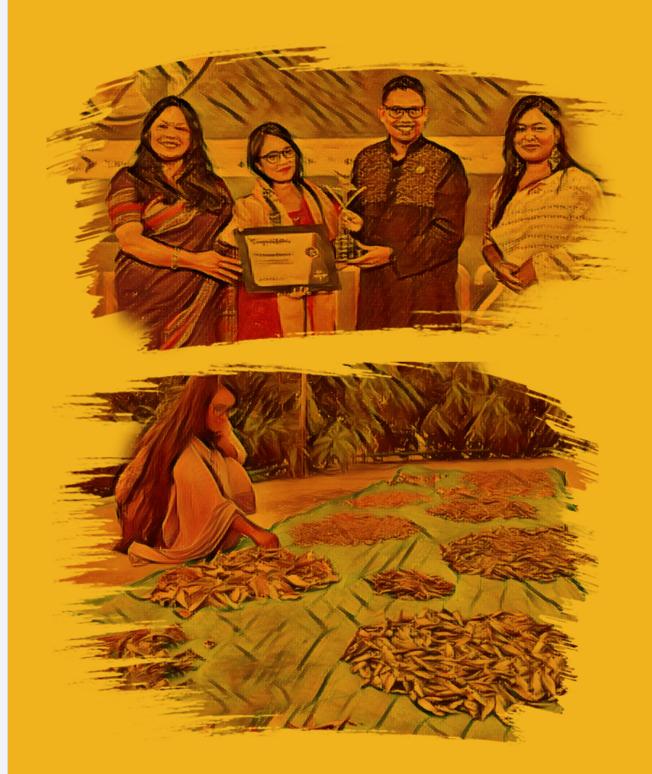
Apart from supplying products across the country, she has also sent her products to 13 countries, including Kuwait, the United States, Britain and India.

After starting the business, Liza sold out products worth about Taka 4 lakh in the first one year. In 2022, her sales increased to Taka 20 lakh. What started as a hobby has now expanded into a business.

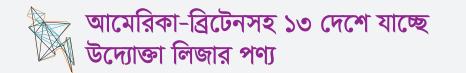
She named her fashion business as 'Sakher Rajya Fashion' and the food page as 'Rajya's Dream' after her son's name. Apart from supplying products across the country, she has also sent her products to 13 countries, including Kuwait, the United States, Britain and India.

A postgraduate, Liza once had a dream of doing a good job after completing her study, but now, she is the one giving jobs to many people.

At different times of the year, more or less 30 to 45 people work with her. Liza's husband Abir, who runs an art farm named 'Abir Art', assists her in running the online business.







নাটোরের একটি সরকারি কলেজে অনার্স শেষ বর্ষে পড়ছিলেন সুরাইয়া মোর্শেদ লিজা। সঙ্গে দেখাশোনা করতে হচ্ছিল সংসার। কোভিড অতিমারির কারণে কলেজ বন্ধ হয়ে গেলে কিছু একটা করার ভাবনা আসে তাঁর। সেই ভাবনা থেকে যুক্ত হলেন ফেসবুকভিত্তিক নারী উদ্যোক্তাদের প্র্যাটফর্ম 'উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্স ট্রাস্ট বা উই' গ্রুপে।

'উই' গ্রুপে সবার কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হন লিজা। অলস বসে না থেকে নিজেও হাত দেন কাজে। শুরুতে হাতে আঁকা কারুকাজের শাড়ি, খ্রি-পিস বানিয়ে অনলাইনে বিক্রি করতে থাকেন। ক্রমান্বয়ে তার ব্যবসার কলেবর বেড়ে যুক্ত হয় খাঁটি ঘি, মধু, ওঁটকি, খেঁজুরের গুড়সহ বাহারি সব পণ্য।

> দেশের প্রায় সব জেলার পাশাপাশি কুয়েত, আমেরিকা, ব্রিটেন, ভারতসহ ১৩টি দেশে পণ্য পাঠানোর কথা জানান তিনি।

নাটোরের সিংড়া উপজেলার এই নারী উদ্যোক্তা জানান, ২০২০ সালের ৩১ আগস্টে উই গ্রুপে যুক্ত হন তিনি। কিছুদিনের মধ্যে ব্যবসা শুরু করেন। তারপর থেকে এক বছরে প্রায় ৪ লাখ টাকার পণ্য বিক্রি করেন। ২০২২ সালে তাঁর বিক্রি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ টাকায়।

ব্যবসা শুরুর ওই সময়টাতে নাটোরের সিংড়া উপজেলার গোল-ই-আফরোজ সরকারি কলেজের ব্যবছাপনা বিভাগে শেষ বর্ষে পড়তেন লিজা। পাঁচ বিষয়ের ফাইনাল পরীক্ষার পর মহামারির কারণে বন্ধ হয়ে যায় কলেজ। এরপর শখের বশে শুরু করা সেই ব্যবসায় এখন বেশ ভালোই আছেন লিজা। ছেলের নামের সাথে মিল রেখে লিজা পেজের নাম দিয়েছেন 'শখের রাজ্য ফ্যাশন' এবং খাবারের পেজের নাম 'রাজ্য'স ড্রিম'। দেশের প্রায় সব জেলার পাশাপাশি কুয়েত, আমেরিকা, ব্রিটেন, ভারতসহ ১০টি দেশে পণ্য পাঠানোর কথা জানান তিনি।

মহামারি নিয়ন্ত্রণে এলে বাকি পরীক্ষা দিয়ে অনার্স পাশ করেছেন লিজা। একসময় তাঁর ইচ্ছা ছিল পড়াশোনা শেষে ভালো একটি চাকরি করার। কিন্তু এরই মধ্যে তিনিই চাকরি দিয়েছেন বহু মানুষকে। মৌসুমভেদে ৩০-৪৫ জন কাজ করেন তাঁর সঙ্গে। এ কাজে স্বামী আবিরের সহায়তা পান তিনি। 'আবির আর্ট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন আবির।



Village products hit the national market through e-commerce

Once upon a time, it was unimaginable that people from one part of the country could sample products of other parts staying at home. But nowadays, it has emerged as a common phenomenon, where people can sample even special foods of a specific region without visiting the places in person, thanks to the government's vision that helped in building a holistic system for e-commerce.

Md Arifuzzaman, a Union Digital Center entrepreneur of Jashore, is working on branding the local products specially produced in the villages, like date molasses of Jashore, tea of Sylhet and mangoes of Rajshahi across the country through his e-commerce site Gramer Hat (https://gramerhat.com/). The e-commerce portal is now operating its activities in 25 districts and supplying popular local products across the country through vendors.

Six staff and 50 UDC entrepreneurs are working with the initiative.

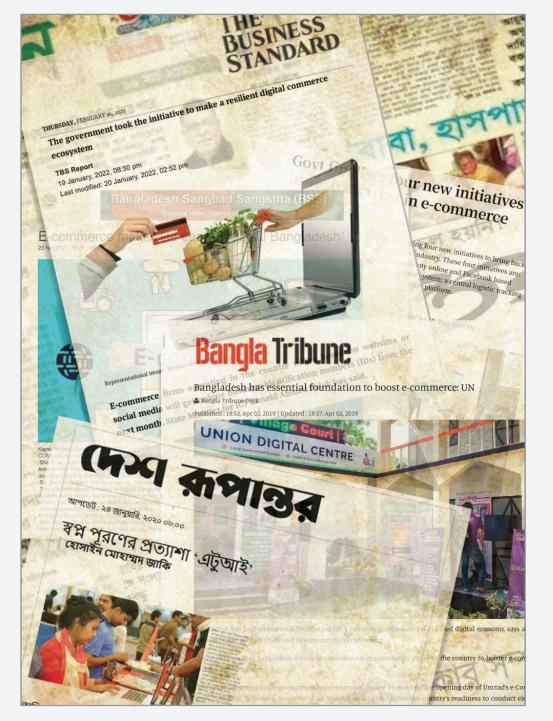
Six staff and 50 UDC entrepreneurs are working with the initiative. "After getting popularity in the national market, we are now thinking about exporting the products on the basis of the online order," Arif said.

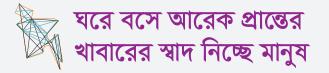
With the help of the district administration and the government's ICT Division, many e-commerce organizations like Gramer Hat, Deshi Feriwala (https://www. deshiferiwala.com/), Kenar Hat (https://kenarhat.com) and Jashore Hat, (www. jashorehat.com) have been launched, creating new startups and contributing to the country's IT sector and the overall economy.

Khaleda Farazi, a resident of the capital city Dhaka, expressed her happiness in being able to have Jashore products like Patali Gur (molasses), date molasses and coconut oil while staying at home. Khaleda said that she used to order the products through an e-commerce platform named 'Pure Drops'.

Over 4,847 farmers, 18 e-commerce organizations and 5.17 thousand retailers and wholesalers are involved in online business through registration.







'গ্রামের হাট' নামে ই-কমার্স সাইট পরিচালনা করেন যশোরের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা মো. আরিফুজ্জামান। যশোরের খেঁজুরের গুড়, সিলেটের চা কিংবা রাজশাহীর আমের মতো বিশেষ পণ্যগুলো সারাদেশে পৌঁছে দেয়ার কাজ করেন তিনি। আরিফ বলেন, "ছানীয় ই-কমার্স পোর্টাল হিসাবে যশোরে যাত্রা শুরু করলেও 'গ্রামের হাট' এখন খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে সারাদেশে পণ্য সরবরাহ করে যাচ্ছে। এখন দেশের ২৫টি জেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করছি আমরা।"

সরকারের জেলা ব্র্যান্ডিং কর্মসূচির সঙ্গে মিল রেখে কাজ করার কারণে বেশি সাড়া পেয়েছে 'গ্রামের হাট'। এই উদ্যোগের সঙ্গে এখন ছয়জন কর্মী এবং ৫০ জন ডিজিটাল সেন্টার উদ্যোক্তা রয়েছেন। জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রিয়তা পাওয়ার প্রেক্ষাপটে বিদেশেও পণ্য রপ্তানির কথা ভাবছেন আরিফ।

> এই উদ্যোগের সঙ্গে এখন ছয়জন কমী এবং ৫০ জন ডিজিটাল সেন্টার উদ্যোক্তা রয়েছেন।

যশোরে 'গ্রামের হাট'-এর মতো অনেকগুলো ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যার ফলে নতুন নতুন এসব উদ্যোগ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক খাতে বিশাল অবদান রাখছে। দেশি ফেরিওয়ালা (deshiferiwala. com), কেনার হাট (kenarhat.com) এবং যশোর হাট (jashorehat.com) রয়েছে জনপ্রিয় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, যারা দেশে-বিদেশে স্থানীয় পণ্যের ব্র্যান্ডিং করে যাচ্ছে।

দেশের এক প্রান্তের খাবারের শ্বাদ ঘরে বসে নিচ্ছে আরেক প্রান্তের মানুষ– এটা আগে অকল্পনীয় হলেও এখন খুবই শ্বাভাবিক ঘটনা। এমনও ঘটছে, কোনো অঞ্চলে পা না রেখেই সেই অঞ্চলের বিশেষ খাবার চেখে দেখছেন কোনো এক ভোজনরসিক। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বান্তবায়নের অংশ হিসাবে ই-কমার্সের সমন্বিত পদ্ধতির কারণে সৃষ্টি হয়েছে এমন অভাবনীয় সুযোগ।

ঘরে বসে যশোরের পাটালি গুড় ও খেঁজুরের গুড়ের স্বাদ নিতে পেরে এবং নারিকেল তেল হাতে পেয়ে খুশির কথা জানান রাজধানীর ঢাকার বাসিন্দা খালেদা ফরাজী। সাধারণত, 'পিওর ড্রপস' নামক ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম থেকে এসব পণ্য কেনার কথা জানান তিনি। খালেদা বলেন, "ঘরে থেকে এসব খাঁটি পণ্য কিনতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'র কারণে সহজ হয়ে গেছে আমাদের দৈনন্দিন জীবন।"

প্রায় ৪ হাজার ৮৫০ জন কৃষক, ১৮টি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান এবং ৫.১৭ হাজারের বেশি পাইকারি বিক্রেতা নিবন্ধনের মাধ্যমে প্র্যাটফর্মে সংযুক্ত আছেন।



ekShop minimizes the distance between village and town

Neela Chowdhury, an entrepreneur of Baraigram Union Digital Center (UDC) of Natore, has been connected with 'ekShop' since its inception. She works on supplying local products, mostly sweets, Nakshi kantha (a type of embroidered quilt) and clothes for small business owners to different parts of the country. Most of the sellers who come to her are women.

The campaign is carried out in villages to encourage sellers to use ekShop in trading products. Neela gets some commissions from ekShop for helping sellers. Initially, sales and demands of the products were low, but now it is gradually increasing.

South Sudan, Yemen, Turkey, and Somalia have replicated the ekShop model.

UDC entrepreneurs like Neela are helping rural small business owners to run their businesses. Due to building a direct marketing system, the distance between ruralurban has been minimized to a great extent. ekShop is now working to create an e-commerce ecosystem. ekShop works to connect private e-commerce services to the country's remote areas—and connect customers with the e-commerce platforms.

Launched during the coronavirus pandemic and equipped with a delivery management system, any e-commerce organization or entrepreneur can deliver their products to customers through it. Along with different product delivery organizations, the postal department and different government entrepreneurial institutions were added to this platform. The income generated from ekShop's delivery charges is spent on its operating system.

South Sudan, Yemen, Turkey, and Somalia have replicated the ekShop model. The Philippines is also going to launch the model in a province of it. The United Nations (UN) helps roll out this model outside the country. Some 22,000 marginal entrepreneurs are supplying local products across the country. About 80 lakh products have so far been delivered through the platform.







'একশপ' প্র্যাটফর্মে যুক্ত আছেন নাটোরের বড়াইগ্রাম ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা নীলা চৌধুরী। গ্রামীণ ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের পণ্য দেশের নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে দিতে কাজ করেন তিনি।

নীলা বলেন, আমার কাছে যাঁরা আসেন, তাঁদের অধিকাংশই নারী বিক্রেতা। আমার কাছ থেকে একশপের মাধ্যমে মিষ্টি, নকশিকাঁথা, পোশাক ইত্যাদি পণ্য বেশি বিক্রি হয়। একশপের মাধ্যমে বিক্রির জন্য গ্রামে গিয়ে প্রচার চালানো হয়। বিক্রেতাদের পণ্য বিক্রিতে সহায়তার জন্য আমি একশপ থেকে কিছু কমিশন পাই। শুরুর দিকে পণ্য বিক্রি ও চাহিদা কম থাকলেও এখন তা বেড়ে চলেছে।

একশপ প্র্যাটফর্মের মাধ্যমে খুব সহজে দেশের বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের পণ্য পাঠানোর কাজে যুক্ত রয়েছেন গ্রামীণ ক্ষুদ্র উৎপাদকরা। নীলার মতো ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তারা এই কাজে সহায়তা করছেন তাদের। সরাসরি পণ্য বিপণন ব্যবস্থা তৈরি করার কারণে গ্রাম-শহরের দূরত্ব এখন আর আগের মতো নেই।

> দক্ষিণ সুদান, ইয়েমেন, তুরস্ক ও সোমালিয়া একশপের মডেল রেপ্লিকা করছে।

ই-কমার্স ইকোসিস্টেম তৈরিতে কাজ করছে এটুআই-এর উদ্যোগ একশপ। বেসরকারি উদ্যোগে যেসব ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের ব্যবসা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিতে একশপ কাজ করে। আবার প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন ক্রেতাকে এসব ই-কমার্স প্র্যাটফর্মের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার কাজটিও একশপ করে থাকে।

একশপের ডেলিভারি ব্যবস্থাপনা আছে। করোনাভাইরাস মহামারির সময়ে এই সেবা চালু হয়। যেকোনো ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোক্তা এই সেবার মাধ্যমে নিজেদের পণ্য গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। এই প্র্যাটফর্মে দেশের বিভিন্ন পণ্য ডেলিভারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ডাক বিভাগকে যুক্ত করা হয়েছে। একশপের ডেলিভারি চার্জ থেকে যে আয় হয়, তা পরিচালন ব্যয়ে যায়। সরকারি বিভিন্ন উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকেও একশপের ছাতার নিচে আনা হয়েছে।

দক্ষিণ সুদান, ইয়েমেন, তুরন্ধ ও সোমালিয়া একশপের মডেল রেপ্লিকা করছে। পাশাপাশি ফিলিপাইনের একটি প্রদেশেও এই মডেল চালু হচ্ছে। দেশের বাইরে এই মডেল চালুতে জাতিসংঘ সহায়তা করছে। সারাদেশে ২২ হাজার প্রান্তিক উদ্যোক্তা এই একশপ প্র্যাটফর্মের সাথে যুক্ত হয়ে প্রান্তিক পণ্য উৎপাদনকারীদের পণ্য দেশের নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে দিতে কাজ করছেন। এই প্র্যাটফর্মের মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রায় ৮০ লাখ পণ্য ভোক্তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।



'ekShop' helps Afsana Akther expand her business into several folds

Afsana's facebook based boutique shop has been running well. At one stage, she was thinking of creating a web portal for expanding her business, but she couldn't go forward considering the cost. Later, Afsana of Faridpur district came to know about the e-commerce platform 'ekShop' from an entrepreneur of the local Union Digital Centre (UDC) and considering the facilities, she joined the platform in 2020.

Afsana's products are now featured on various e-commerce web platforms across the country through the 'ekShop' while it helped her increase the income. Afsana sells Tant Sarees, dresses, wooden jewelry and home decor products through the platform. From a UDC entrepreneur, she learnt how to open an account in 'ekShop' by uploading pictures and manage it.

> After joining the platform, sale of her products has increased remarkably.

After joining the platform, sale of her products has increased remarkably. From 'ekShop', she now sells products worth around Taka 50,000 per month.

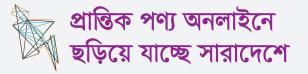
The a2i launched the 'ekShop' in 2019 aimed at reaching the e-commerce services to the country's remote areas and spreading the products of the marginalized people across the country.

Any seller who wants to sell his products online can join the 'ekShop' himself and display his/her products for sale through any e-Commerce institutions connected to the platform. The sellers can do this job by themselves. They also can take help from UDC entrepreneurs in this regard.

Currently, over 9.05 lakh people are taking e-commerce services through the 'ekShop' while over 12,000 village vendors are selling their products through it. More than 79.09 lakh products have so far been delivered across the country on a cash on delivery system through the 'ekShop'.







ফরিদপুরের আফসানা আখতারের বুটিক শপটি শুরুতে ছিল ফেসবুকভিত্তিক। ব্যবসাও চলছিল মোটামুটি। ব্যবসা বাড়াতে একপর্যায়ে একটি ওয়েব প্ল্যাটফর্ম গড়ার চিন্তা আসে তাঁর। কিন্তু খরচ বেশি হওয়ায় সেটা আর করা হয়নি। পরে আফসানা স্থানীয় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের এক উদ্যোক্তার কাছ থেকে 'একশপ' নামের প্ল্যাটফর্মের কথা জানতে পারেন। সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনায় নিয়ে তিনি এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হন। একশপের মাধ্যমে আফসানার পণ্য এখন দেশের বিভিন্ন ই-কমার্সের ওয়েব প্ল্যাটফর্মে শোভা পাচ্ছে। একশপে যুক্ত হওয়ার সুবাদে তার আয়ও বেড়েছে।

> তার পণ্য বিক্রিও বেড়েছে। শুধু এই প্ল্যাটফর্ম থেকেই তাঁর মাসে প্রায় ৫০ হাজার টাকার পণ্য বিক্রি হচ্ছে।

আফসানা ২০২০ সালের শুরুতে একশপ প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি অনলাইনে ফরিদপুরের তাঁতের শাড়ি, পোশাক, কাঠের গয়না ও ঘর সাজানোর পণ্য বিক্রি করেন। আফসানা বলেন, একশপে অ্যাকাউন্ট খুলে ছবি আপলোড হতে শুরু করে কীভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হয়, তা তিনি ইউনিয়ন পরিষদের এক উদ্যোজ্ঞার কাছে শেখেন। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এখন তাঁর পণ্য অনেক ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের কাছে যাচ্ছে। তার পণ্য বিক্রিও বেড়েছে। শুধু এই প্ল্যাটফর্ম থেকেই তাঁর মাসে প্রায় ৫০ হাজার টাকার পণ্য বিক্রি হচ্ছে।

২০১৯ সালে ই-কমার্স সেবা 'একশপ' চালু করে এটুআই। একই সঙ্গে চালু করা হয় 'একপে' সেবা। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ই-কমার্স সেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি প্রান্তিক মানুষের পণ্য সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়াই একশপ প্র্য্যাটফর্মের উদ্দেশ্য। কোনো বিক্রেতা তাঁর পণ্য বিক্রি করতে চাইলে নিজেই একশপে যুক্ত হতে পারেন। আবার একশপে যুক্ত কোনো ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানেও তাঁর পণ্য বিক্রির জন্য প্রদর্শন করতে পারেন। এ কাজটি বিক্রেতা নিজেই করতে পারেন। আবার এক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের সহায়তা নিতে পারেন।

ইতোমধ্যে ৯ লাখ ৫ হাজারের অধিক গ্রাহক একশপের মাধ্যমে ই-কমার্স সেবা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে ১২ হাজারেরও অধিক গ্রামীণ কারিগর একশপের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করছেন। ইতোমধ্যে ৭৯ দশমিক ০৯ লাখেরও অধিক পণ্য ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পোঁছে দিয়েছে একশপ।



Banu finds her parents after 13 years, thanks to National Database

Hasna Banu was unfortunately detached from her parents at Rangamati in Chittagong in July 2008 when she was 8. Hailing from Matbaria in the Pirojpur district, Banu's family went to Rangamati in quest of changing their fate. But Banu's family lost their dear daughter.

Soon after the disappearance, a kind-hearted person of Raozan found Banu and handed over her to Mahbubul Hasan, an official of Eastern Refinery in Chattogram. He looked after Banu, introducing her everywhere as his own daughter.

Banu, however, reunited with her family members after 13 years in 2021, thanks to the National Database, as Hasan consulted the matter with the concerned UNO as the real parents were needed to prepare a birth registration certificate and national identity (NID) card to get Banu married off.

Reunited with her family members after 13 years in 2021, thanks to the National Database.

As Chunarughat Upazila Nirbahi Officer (UNO) Satyajit Ray was searching for Banu's parents with the help of Teknaf Upazila Election Officer Bedarul Islam, it seemed almost impossible to find them among the billions of people in Bangladesh with just two names since little Banu could not remember anything except the names of her parents.

Bedarul, however, followed the 'trial and error method' to identifz Banu's parents from the database. Names of Banu's parents matched 800-900 people, while 30/40 names were found as spouses by their parents' names. Later, Banu's parents were found out as two sisters in the Mainimukh area of Langadu Upazila of Rangamati were identified, whose parents' names matched the particulars.

With the help of Langadu UNO Moinul Abedin Masud, it was confirmed that one of their daughters was missing from Raozan 13 years back. Finally, Banu found her parents after a long 13 years thanks to the power of technology.







জীবিকার অন্বেষণে পিরোজপুর থেকে রাঙ্গামাটি পাড়ি জমিয়েছিলেন মজিবুর রহমান ও ফরিদা বেগম দম্পতি। কিন্তু মাত্র ৮ বছর বয়সী মেয়ে হাসনা বানুকে হারিয়ে ফেলেন তারা। মেয়েকে খুঁজে পেতে মজিবুর-ফরিদা দম্পতি যখন দিশেহারা, তখন চট্টগ্রামের রাউজানের এক ব্যক্তি হাসনা বানুকে আশ্রয় দেন। কিন্তু আশ্রয়দাতার ঘরেই ছিল 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' দশা।

এমন পরিস্থিতিতে ২০০৮ সালের ১২ আগস্ট হাসনা বানুকে চউগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারির সহকারী মহাব্যবস্থাপক মাহবুবুল হাসানের হাতে তুলে দেন তিনি। সেই থেকে নিজের মেয়ের মতোই তিনি হাসনা বানুকে লালনপালন করেন। হাসনা বানুর পরিবার বলতে ছিল মাহবুবুল হাসানই।

জাতীয় তথ্য বাতায়নের সাহায্য নিয়ে ১৩ বছর পর ২০২১ সালে খুঁজে পাওয়া যায় হাসনা বানুর প্রকৃত বাবা-মাকে। দীর্ঘ সময় পর মেয়েকে কাছে পাওয়ার ঘটনা মজিবুর-ফরিদা দম্পতি আর হাসনা বানুর কাছে যেন রূপকথার গল্প।

জাতীয় তথ্য বাতায়নের সাহায্য নিয়ে ১৩ বছর পর ২০২১ সালে খুঁজে পাওয়া যায় হাসনা বানুর প্রকৃত বাবা–মাকে।

মাহবুবুল হাসান ২০১৯ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর হাসনা বানুর বিয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় জন্ম নিবন্ধন সনদ এবং জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করেন তিনি। সেই সূত্র ধরে পাওয়া যায় হাসনা বানুর বাবা-মায়ের খোঁজ।

আট বছর বয়সে হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট হাসনা বানুর স্মৃতিতে কেবল ছিল বাবা এবং মায়ের নাম। মাত্র দুটি নাম দিয়ে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে থেকে তার বাবা-মাকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। জাতীয় তথ্য বাতায়ন থেকে কেবল মেয়েটির বাবা ও মায়ের নাম দিয়ে অনুসন্ধান করে কয়েকশ" নামের মধ্যে থেকে কাঞ্জিত পরিবারটিকে খুঁজে বের করার প্রয়াস চালানো হয়।

বিশাল ডাটাবেজ থেকে হাসনা বানুর বাবা-মাকে শনাক্ত করতে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর পদ্ধতি অনুসরণ করেন নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তা। খুঁজতে খুঁজতে রাঙ্গামাটির লংগদু উপজেলার মাইনীমুখ এলাকায় দুই বোনকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়; যাদের বাবা-মায়ের সাথে মিল আছে হাসনা বানুর দেওয়া বিবরণের। এরপর লংগদুর স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় পরিবারটির খবর মেলে।

হাসনা বানুর পরিবারের খোঁজ পাওয়ার তথ্য জেনে পরদিন লংগদুতে যান মাহবুবুল হাসান। বাবা মজিবুর রহমান এবং মা ফরিদা বেগমের সঙ্গে ভিডিও কলে সংযুক্ত করা হয় হাসনা বানুকে। দীর্ঘ ১৩ বছর পর ৮ বছর বয়সে হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে ফিরে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মজিবুর-ফরিদা দম্পতি।

114 | Digitalizing Lives

Digitalizing Lives | 115



Digital Nothi System makes govt services dynamic

Deputy Director of Natore District Social Services Office, Md Mostafizur Rahman, is now doing all of his office tasks using the Digital Nothi System. Works of the Social Services Office branch offices in Natore town and six other upazilas, as well as 'Government Shishu Paribar' are also being done using the system. From receiving and issuing files to the decision-making level, all processes are being done using the Digital-Nothi.

The Natore District Social Services Office has made a remarkable transformation by using the Digital-Nothi— it was ranked 7th among all government offices across the country.

From receiving and issuing files to the decision-making level, all processes are being done using the Digital-Nothi.

Use of the Digital Nothi System is increasing day by day in Natore as it facilitates the government officials from district to upazila levels to release any file quickly. Along with saving time and money, Digital Nothi System is reaching the paperless office facility to the people's doorsteps, thanks to implementing the government's 'Digital Bangladesh' vision.

All officials of the 24 wings of the Natore Deputy Commissioner (DC) office are now connected with the Digital Nothi System. Training on Digital Nothi management was given to all officials at district and upazila levels in the district. Besides, all district-level offices and administrations in seven upazilas have been brought under the Digital Nothi System.

The e-filing system, which later turned into Digital Nothi, was launched in March 2016 and aimed at ensuring faster movement of files at different tiers in the government offices to ensure transparency and accountability in the governance system.

Currently, more than 1.22 lakh officials of over 11,800 government offices across the country are using Digital Nothi. About 2.11 crore files have so far been released through the system.







নাটোর জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মো. মোম্ভাফিজুর রহমান এখন তার দাপ্তরিক সব কার্যক্রম পরিচালনা করেন ডি-নথির মাধ্যমে। নাটোর সদর এবং অন্য ছয় উপজেলার সমাজসেবা অফিসের পাশাপাশি 'সরকারি শিশু পরিবার'-এর কাজও চলে একই পদ্ধতিতে।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, "সরকারি ফাইল গ্রহণ ও ইস্যু করা থেকে শুরু করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, সব কিছুরই ব্যবস্থাপনা হচ্ছে ডিজিটাল নথির মাধ্যমে। আমার অফিস এই নথি পদ্ধতির মাধ্যমে ২০২৩ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সর্বমোট ৪৪২৩টি পোস্টাল ই-ফাইল গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে পাঁচটি বাদে সব নিম্পন্ন করা হয়েছে।"

> ডি–নথির মাধ্যমে সরকারি ফাইল গ্রহণ, নিম্পত্তি এবং অন্য অফিসে পাঠানো সহজ হয়েছে।

মোম্ভাফিজুর রহমানের অভিজ্ঞতা বলছে, ডি-নথির মাধ্যমে সরকারি ফাইল গ্রহণ, নিষ্পত্তি এবং অন্য অফিসে পাঠানো সহজ হয়েছে। দ্রুত সময়ে নিষ্পত্তির কারণে সরকারি দপ্তরে ফাইল আটকে থাকার অভিযোগ কমে এসেছে। ফাইল ব্যবস্থাপনায়ও এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ২০২০ সালে ডি-নথি ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি পাওয়ার কথা উল্লেখ করে মোন্তাফিজুর রহমান বলেন, "ওই সময়ে জেলা অফিস ২,৬১৫টি চিঠি ইস্যু করে। এর মাধ্যমে সারা দেশে ডি-নথি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সপ্তম স্থান অর্জন করে নাটোর জেলা সমাজসেবা অফিস।"

নাটোরের জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের মতো সারাদেশে এখন সরকারি দপ্তরের সবস্তরে দ্রুত ফাইল নিষ্পত্তিতে ভূমিকা রাখছে ডি-নথি পদ্ধতি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বান্তবায়নের ফল হিসেবে আসা এই ডি-নথি পদ্ধতি সময় ও অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি জনগণের দোরগোড়ায় কাগজবিহীন সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। নাটোরের জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ২৪টি উইংয়ের সব কর্মকর্তাই ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সব কর্মকর্তাকেও ডি-নথি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

শুধু জেলা প্রশাসক কার্যালয় নয়, জেলার এবং সাত উপজেলার সব অফিসকে ই-নথি ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মধ্যে ফাইল আদানপ্রদান ব্যবস্থাকে দ্রুততর করার মাধ্যমে ম্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৬ সালের মার্চে চালু হয় এই কার্যক্রম। পরে এই প্রক্রিয়ার নাম পরিবর্তন করে ডিজিটাল বা ডি-নথি রাখা হয়।



Md Abdur Rahman of Pandargaon union under Dowarabazar upazila of haor district Sunamganj had to travel miles to pay utility bills like gas and electricity, and fees for different services through Sonali Bank, which was the only designated bank for receiving utility bills. Since there were no banking services except in upazila town, he had to cross a river to avail any service.

Usually, it takes more than 30 to 40 minutes to reach the upazila and costs about Taka 50 to 100. Besides, people had to stand in a long queue to even pay electricity bills. Rahim is now very happy as he doesn't need to cross the river to pay bills as the digital payment aggregator platform of a2i, 'eKpay' brings the bill payment service to his doorstep.

"It (eKpay) has relieved us from the hassles of going to upazila and standing in queues for a long time to get a service."

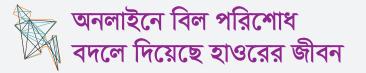
"We are now availing services like paying various bills and fees through eKpay from our nearby UDC [Union Digital Centre]. It has relieved us from the hassles of going to upazila and standing in queues for a long time to get a service," Rahim said.

Since the rural people hardly use smartphones and have little access to information technology, the people avail the services through the UDC, which built a bridge between the rural people and technology.

Since the inception of eKpay, over 1 crore people across the country have used the platform, while about Taka 1,600 crore so far has been transacted through it. The digital platform is facilitating its users with 46 services. People can pay any utility bill easily using a wide range of payment methods, including credit and debit cards, MFS, and e-banking—-instantly, anytime, and from anywhere.







একসময় গ্যাস, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য পরিষেবার বিল দেওয়ার জন্য কয়েক মাইল পাড়ি দিতে হতো সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার হাওরবেষ্টিত পান্দারগাঁও ইউনিয়নের মো. আবদুর রহমানকে। নির্ধারিত সোনালী ব্যাংকে গিয়ে বিল পরিশোধ করতে হতো তাঁকে। উপজেলা শহরের বাইরে কোনো ব্যাংকিং সেবা নেই; ব্যাংকের যাওয়ার পথে পার হওয়া লাগত একটি নদীও।

"সাধারণত, উপজেলায় পৌঁছতে লাগত ৩০ থেকে ৪০ মিনিটের বেশি এবং খরচ হতো ৫০ থেকে ১০০ টাকা। পাশাপাশি, কেবল একটি ব্যাংক হওয়ার কারণে সবাই সেখানে ভিড় জমাতেন। শুধু বিদ্যুৎ বিল জমা দিতেই লম্বা লাইন পার হওয়া লাগত," বলেন আবদুর রহমান।

> "উপজেলায় যাওয়ার ঝামেলা এবং কোনো একটি সেবার জন্য দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলেছে আমাদের।"

এটুআই-এর ডিজিটাল পেমেন্ট সেবা 'একপে' সার্ভিসের মাধ্যমে এখন ঘরের কাছেই বিভিন্ন সেবার বিল জমা দিতে পারেন তিনি। ছোটোখাটো ব্যাপারে নদী পার হওয়া থেকে মুক্তি মেলায় খুবই খুশি আবদুর রহমান।

তিনি বলেন, "এখন আমরা কাছের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে 'একপে' প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন বিল ও ফি পরিশোধের মতো নানান সেবা গ্রহণ করছি। উপজেলায় যাওয়ার ঝামেলা এবং কোনো একটি সেবার জন্য দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মিলেছে আমাদের।"

আবদুর রহমান বলছেন, তার এলাকায় খুব কম লোকের কাছে স্মার্টফোন আর তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা রয়েছে। তার মধ্যেও ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে এসব সেবা গ্রহণ করতে পারছে মানুষ। এর মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের সাথে প্রযুক্তির সংযোগ তৈরি হচ্ছে।

'একপে' প্র্যাটফর্ম সূত্র জানিয়েছে, চালুর পর থেকে ১ কোটির অধিক নাগরিক ডিজিটাল এই লেনদেন ব্যবস্থার সুবিধা নিয়েছেন। এই পেমেন্ট প্র্যাটফর্মের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা। ডিজিটাল এই পেমেন্ট প্র্যাটফর্মে ৪৬টি সেবার লেনদেন হচ্ছে। ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড, মোবাইলে আর্থিক সেবা (এমএফএস) এবং ই-ব্যাংকিং এর মাধ্যমে যেকোনো স্থান থেকে মানুষ যখন-তখন অর্থ পরিশোধ করতে পারছেন।



Visually impaired Shikder now getting allowance staying at homes

A guchcha gram (cluster village) is seen from a small bridge over the Bangshi River in Hajipur of Dhamrai Upazila of Dhaka. It is actually the abode of landless people. Septuagenarian Hasan Shikder is one of the residents of the village. The music-loving old man has been visually impaired since his childhood. He used to sing songs to make a living.

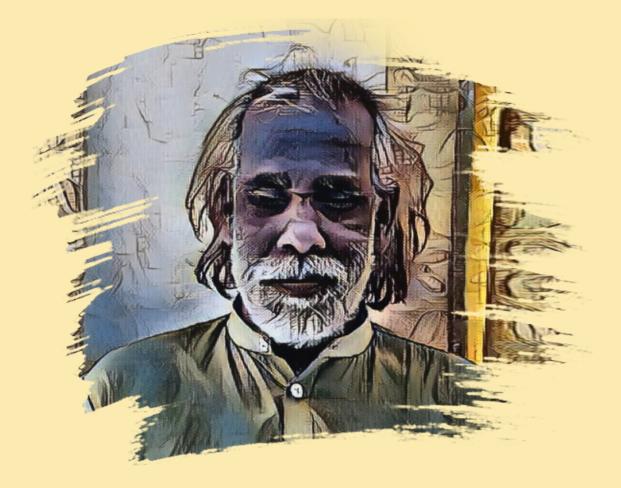
But it wasn't enough for him to get rid of miseries. A disability allowance, which he has been receiving for a long time, gave him some relief from the hardship. Initially, he got Taka 200 per month. Now it has increased to Taka 850. Though the allowance provided great support for Shikder, the process of withdrawing the money was very painful. He had to withdraw the money through the bank once every six to nine months. On the date scheduled for withdrawing money, he had to go to the bank travelling several miles. The process used to take a day—just to withdraw his own money.

He is currently getting the allowance at his own home, thanks to Mobile Financial Services.

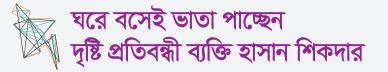
"Sometimes, the bank would have closed when my turn came after spending almost the whole day in a queue amid rain or sun with starvation. And I had to bear this suffering for another day," Shikder said.

But now, gone are those days; he is currently getting the allowance at his own home, thanks to Mobile Financial Services (MFS). Not only disability allowance, but about 1 crore beneficiaries comprising the elderly, widow, husband-abandoned, transgender, and insolvent, under the Social Safety Net programme of the Social Services Department are also getting allowances staying at homes through MFSs.

Along with removing the sufferings of the beneficiaries, the system has ensured transparency in distributing the allowances and stopped fake beneficiaries from getting the allowance.







ঢাকার ধামরাই উপজেলার হাজীপুরে বংশী নদীর ওপর ছোউ একটি সেতু। সেতুর ঢাল বেয়ে নেমে মেঠোপথ দিয়ে একটু এগোলে সারিবাঁধা ঘর। আসলে এটি একটি গুচ্ছহ্যাম; ভূমিহীনদের আশ্রয়ন্থল। এখানে থাকেন হাসান শিকদার। সত্তর পেরোনো সংগীতপ্রিয় মানুষটি শিশুকাল থেকেই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। তিনি গান গেয়ে সংসার চালানোর চেষ্টা করলেও অভাব-অনটন লেগেই থাকে। তার এই দুঃখের সংসারে কিছুটা প্রলেপ দেয় প্রতিবন্ধী ভাতা।

> ঘরে বসেই মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঠিক সময়েই ভাতা পাচ্ছেন তিনি।

হাসান শিকদার দীর্ঘদিন ধরে পাচ্ছেন সরকারি এই সহায়তা। প্রথম পেতেন মাসে ২০০ টাকা। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫০ টাকা। আগে ব্যাংকের মাধ্যমে ছয় মাস, নয় মাস পর একবারে টাকা তুলতে হতো। উপকার হলেও এই টাকা উত্তোলনের প্রক্রিয়াটি ছিল ভীষণ ভোগান্তির। হাসান শিকদার বলেন, "যেদিন তারিখ পড়ত, সেদিন সকালেই বাসা থেকে কয়েক মাইল দূরের ব্যাংকে যেতে হতো। বই জমা দেওয়াসহ সব কাজ সেরে টাকা তুলতে তুলতে দিন পেরিয়ে যেত। প্রায় উপোস থেকে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো ঘন্টার পর ঘন্টা। কোনো কোনো দিন লাইনেই ব্যাংকের সময় ফুরিয়ে যেত। ফলে অন্য দিন এই দুর্ভোগ পোহাতে হতো।"

কিন্তু কষ্টের সেই দিন আর নেই হাসান শিকদারের। এখন ঘরে বসেই মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঠিক সময়েই ভাতা পাচ্ছেন তিনি।

শুধু প্রতিবন্ধী ভাতাই নয়, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বয়ক্ষ ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীত ভাতা, হিজড়া ও অসচ্ছল ভাতার সুবিধাভোগীদের ১ কোটির বেশি নাগরিক বর্তমানে মোবাইলের মাধ্যমে তাদের ভাতার অর্থ ঘরে বসেই পেয়ে যাচ্ছেন। এতে একদিকে যেমন ভাতাভোগীদের ভোগান্তি দূর হয়েছে, অন্যদিকে ভাতা বিতরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে। ভুয়া সুবিধাভোগীদের ভাতা পাওয়ার পথও বন্ধ হয়েছে।



Fifty-up Anwar Hossain of Cumilla is the head of his five-member family. He runs the family with the money that his expatriate elder son Md Mainuddin sends home from Riyadh, Saudi Arabia. In the beginning, Mainuddin, who has been in Saudi Arabia for over four years, used to send money through various channels. But he has been sending money through Mobile Financial Service (MFS) for almost two years.

Receiving money sent from abroad through banks used to take two to three days. Mainuddin's father doesn't have proper education on banking procedure and used to face trouble withdrawing money, so he asked his father to open an MFS account through bKash.

Through MFS, the beneficiaries can now receive remittance within a short time.

"Now, when I send money through a mobile wallet, my father receives it within a short time. He can conveniently withdraw the money from the nearby agent at any time," said Mainuddin.

Housewife Sima Akter of Jamalpur also receives money from her Saudi expatriate husband through a mobile wallet. Due to a lack of proper education, she had to go to the bank counter three or four times and face difficulties in withdrawing the money. "Once, I went for two days to the bank but did not get the money. My husband now sends money through mobile, and I can cash out from a nearby agent point," said Sima.

Through MFS, the beneficiaries can now receive remittance within a short time, playing a vital role in boosting the remittance collection. As expatriates generally don't want to go through formal channels to send a small amount of money, they used to send the money through illegal channels such as hundi. Now with the benefit of MFSs, the trend of such hundi has reduced.







পঞ্চাশোর্ধ আনোয়ার হোসেন পাঁচ সদস্যের পরিবারের কর্তা। তাঁর বড় ছেলে মো. মাইনুদ্দিন সৌদি আরবে চাকুরি করে যে টাকা দেশে পাঠান, তা দিয়েই কুমিল্লার এই পরিবারটির সংসারের খরচ চলে। চার বছরের বেশি সময় ধরে সৌদি আরবে আছেন মো. মাইনুদ্দিন। এই প্রবাসী শুরুর দিকে বিভিন্ন মাধ্যমে টাকা পাঠালেও প্রায় দুই বছর ধরে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে টাকা পাঠাচ্ছেন।

মো. মাইনুদ্দিন বলেন, "ব্যাংকে টাকা পাঠালে দু-তিনদিন সময় লাগে হাতে পেতে। সবকিছু বুঝতে না পেরে বাবাও কাগজপত্রের ঝামেলায় পড়েন। আবার অন্য কারও সহযোগিতার দরকার হয়। এই অবস্থায় বাবাকে একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলতে বলি। এখন আমি মোবাইলে টাকা পাঠালে মুহূর্তের মধ্যেই টাকা বাবার হাতে পৌঁছে যাচ্ছে। আবার যেকোনো সময় হাতের কাছে থাকা এজেন্ট পয়েন্ট থেকেই বাবা সুবিধামতো টাকা উঠিয়ে নিতে পারছেন।"

> মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে কম সময়ের মধ্যেই সুবিধাভোগীরা রেমিট্যান্সের অর্থ গ্রহণ করতে পারেন।

জামালপুরের গৃহবধূ সীমা আক্তারও সৌদি আরবে থাকা স্বামীর কাছ থেকে টাকা গ্রহণ করেন মোবাইলের মাধ্যমে। তিনি বলেন, "পড়াশোনা খুব একটা করি নাই। এ কারণে কাউন্টারে গিয়ে তিন চারবার সমস্যায় পড়তে হয়েছে। একবার তো দুই দিন গিয়েও টাকা পাই নাই। এজন্য আমার স্বামী এখন মোবাইলে টাকা পাঠায়। রাস্তার মোড়েই এজেন্ট আছে, সেখান থেকে কিছু টাকা ক্যাশ আউট করি।"

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে কম সময়ের মধ্যেই সুবিধাভোগীরা রেমিট্যান্সের অর্থ গ্রহণ করতে পারেন। আর ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স আসতে একটু বেশি সময় লাগে, আবার টাকা তুলতে গ্রাহককেও ব্যাংকে যেতে হয়। এ হিসেবে রেমিট্যান্স আহরণে এমএফএস ব্যবস্থা ভালো ভূমিকা রাখছে। ছোট ছোট অ্যামাউন্ট পাঠাতে প্রবাসীরা সাধারণত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যেতে চাইতেন না। এর ফলে দেশে টাকা আসত হুন্ডির মাধ্যমে। এখন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের কল্যাণে এই ধরনের হুন্ডির প্রবণতা অনেকটাই কমেছে।



EFT emerges as a blessing for retired govt employees

Alauddin Ahmed, a retired headmaster of Pachukharkandi Government Primary School of Naria Upazila in Shariatpur district, dubbed his experiences of withdrawing pension money through the manual process as a nightmare.

Retired officials like Ahmed had to visit the Upazila accounts office, and at first, they had to submit their account books for authorization and wait till the next day. Since they couldn't withdraw money from banks without authorization, they had to stand in a long queue at the accounts office at least two times every month.

They now get notifications on mobile phone that the pension money has been deposited.

In case of sickness, they had to give authorization to someone else to go through the process on behalf of them and had to spend a good share of their pension money for transportation costs.

But the government's Electronic Fund Transfer (EFT) system has now emerged as a godsend to retired persons as they can now withdraw money very easily. They now get notifications on their mobile phones through text messages that the pension money has been deposited to their bank accounts.

"I can now easily withdraw the money from the bank at my convenient time," said Ahmed, who retired in 2009.

The Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN) started its 'Live Operation' on February 28, 2011, aiming at encouraging electronic payment methods instead of paper-based ones for secured, faster and cost-effective transactions.

Since its inception, the EFT has been gaining popularity among corporate and government bodies as salaries of more than 28 ministries and concerned offices are now being paid through the system. Besides, the listed public companies are also paying their cash dividends through the EFT network.







শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার ডগরি ইউনিয়নের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিন আহমেদ অবসরে যান ২০০৯ সালে। তারপর সনাতন পদ্ধতিতে অবসরভাতা তুলতে গিয়ে প্রত্যেকবারই ঘামঝরা কষ্ট আর দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে তাকে। অবর্ণনীয় সেই অভিজ্ঞতা এখনও তাঁর কাছে দুঃম্বপ্নের মতো মনে হয়।

আলাউদ্দিন আহমেদ বলেন, "আগে বাড়ি থেকে ভাতা নেওয়ার জন্য একদিন উপজেলা সদরে গিয়ে হিসাবরক্ষণ অফিসে বই জমা দিয়ে আসতে হতো। পরে আরেক দিন বই নিয়ে ব্যাংকে গিয়ে টাকা তুলতে হতো। অসুস্থ হলে আবার একজনকে অথোরাইজেশন লেটার দিয়ে পাঠাতে হতো। এতে করে ভাতা থেকে মোটা অংকের একটা অংশ যাতায়াতেই খরচ হয়ে যেতো। অন্য অনেক ঝামেলাতো ছিলই।"

তবে ডিজিটালাইজেশনের সুবাদে অবসরে যাওয়া আলাউদ্দিন আহমেদের মতো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সেসব কষ্টের দিনের অবসান হয়েছে। ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের (ইএফটি) মাধ্যমে পৌঁছে যাচ্ছে ভাতা। মোবাইলে এসএমএস আসলে তারা বুঝে যাচ্ছেন 'পেনশনের টাকা চলে এসেছে'।

> "এখন ঘরে শুয়ে–বসেই ভাতার টাকা ব্যাংকে আসার খবর পেয়ে যাই।"

আলাউদ্দিন আহমেদ বলেন, "এখন ঘরে গুয়ে-বসেই ভাতার টাকা ব্যাংকে আসার খবর পেয়ে যাই। নিজের ইচ্ছেমতো সময়ে ব্যাংক থেকে অতি সহজেই টাকা তুলতে পারি।"

নিরাপদে, দ্রুত ও সাশ্রয়ী লেনদেনের লক্ষ্য নিয়ে ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন) যাত্রা শুরু করে। পরে অবসরসহ অন্যান্য ভাতা ইএফটির মাধ্যমে প্রদানের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। এখন অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ভাতাভোগীদের পছন্দের ব্যাংকে অবসর ভাতা প্রদান করে থাকে।

অতীতে এই ভাতা বণ্টনের জন্য সরকারের হিসাবরক্ষণ দপ্তরকে তিনটি জায়গায় কাজ করতে হতো। প্রথম অবস্থায় বই জমা নেওয়া ও ক্রমিক নম্বর দেওয়া। এরপর সমন্বয় ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কাছে উপস্থাপন করা হতো। তারপর কর্মকর্তার অনাপত্তি নিয়ে বিল প্রস্তুত করে ব্যাংকে পাঠানো হতো। এসব কারণে একজন অবসরভাতাভোগীকে অন্তত দুদিন ওই কার্যালয়ে যাওয়া লাগত। এখন আর সেই সমস্যা নেই।



Shapla now takes shoe polishing payments through mobile

Shapla amends and polishes shoes on the footpath in front of Sena Kalyan Bhaban in the capital's Motijheel area. She alleged that earlier, many people used to leave without paying her fees, showing the excuse of an exchange. But gone are those days. Now after work, she takes payment through a QR code. Any amount can be transacted through this system. She is overwhelmed by getting paid so easily.

"What a simple method, now money comes to the mobile phone soon after polishing the shoes! Today someone paid Taka 30 through this app. Earlier, we had to face difficulties in exchange for a big note," said Shapla.

> "Now money comes to the mobile phone soon after polishing the shoes!"

'Cashless Bangladesh' initiative was launched in the Motijheel area with about 1,200 merchants like Shapla. Small vendors like Jhalmuri and pickle sellers, shopkeepers and fruit sellers have been included in the merchant list. The Bangladesh Bank Governor officially inaugurated the cashless universal Bangla QR-based transaction initiative in January 2023. Initially, 10 banks, three MFS (Mobile Financial Services) and three international payment schemes joined the initiative.

Anyone can avail the services using the apps of any bank. Clients of all banks can pay for any product through the Bangla QR code. Besides, payment also can be made through different MFS apps.

Rakesh, who also polishes shoes sitting right next to Shapla, has also joined the 'Cashless Bangladesh' initiative. Both have had similar experiences of not getting paid. Rakesh said, "Many times, after polishing shoes, customers left here saying that they would pay money later, showing excuses. I never got that money. The mobile payment system is good. There is now no problem of money exchange".



on is now nilot

r and a

Digitalizing Lives | 139

টাকা ছাড়া জুতা পলিশ, পেমেন্ট কিউআর কোডে

DHAKAPSST

Diver affectives ষ্টপান্ডের কোল থেঁয়ে উপরে ছাউনি টানিয়ে ছোঁই দোকা বাব্দে সাজানো বিভিন্ন হায়ের কালি, তুলি ও ভুতার সোং

কেউ কেউ জ্বতার ছিড়ে যাওয়া অংশ মেরামত করাজ্যেন সোকানটির কিছুটা সামনে যেতেই চোখে পড়ল বাস্কের সেবা নিয়ে শাপলাকে এই কিউআর কোডের মাধ্যমে ত

উপায় নেই কিউআর কোডের মাধ্যমে দোকানের ক্রেন্ড পেছন ফিরে তাকিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা ক

এদিকে রাজয় চলাচলকারী পথচারীদের উদ্দেশে, কোডের মাধ্যমে টাকাটা আমাকে মোবাইলের দিয়ে কাজ শেষে মোবাইলে টাকা দিয়ে চইলা যাবেন। বুধবার (১৮ জানুয়ারি) সকাল থেকে রাজধানীর মনি

জানা গেছে, আজ থেকে ক্যাশলেস বা নগদবিহী তধুমাত্র একটা ব্যাংকের অ্যাপ থাকলেই চলবে। নাজন পরিশোধ করতে পারবেন। এছাড়া বিকাশ

Govt to launch unified digital payment system

Banks, MFS accounts to become interconnected

রোকন মাহমুদ ⊃ করোনার সময় যমন দোকানপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ছাহার্ত্রকির কারণে মানুষ মনাসনি পথা বিন্যাত চাইছিল না প্রবিধন্দ্রনালকার সকলবার কারণে গণ্যার Daily Sun Date: 22-Jan-2021 | Page: 13 াতের ব্যবসা ও HOT PETER HE

মো, জয়েল

বাজার ব্যবস্থাপনায় 15 জঢ়াল জাগ

রাসেল টি আহমেদ

দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি

ration forming

দলন অন্য সরজির মত্যে মাশরমার বেশি দিন বামা যায় না।

এখন জুতা পলিশ করে 'মোবাইলে পেমেন্ট' নেন শাপলা

রাজধানীর মতিঝিলে সেনাকল্যাণ ভবনের সামনের ফটপাতে জ্রতা সেলাই ও পলিশের কাজ করেন শাপলা। 'ভাংতি নাই' বলে আগে অনেকে মজুরি না দিয়েই চলে যেত বলে অভিযোগ তাঁর। তবে, ডিজিটাল বাংলাদেশের ছোঁয়ায় বদলে গেছে সেসব দিন। এখন কাজ শেষে কিউআর কোডের মাধ্যমে মজরি নেন তিনি। লেনদেন করা যায় যে কোনো পরিমাণের। এত সহজে মজুরি পেয়ে অভিভূত তিনি।

"এখন কত সহজ পদ্ধতি, জুতা কালি করলেই টাকা চলে আসে মোবাইলে! আজ একজন এই অ্যাপের মাধ্যমে ত্রিশ টাকা পরিশোধ করেছে। আগে কালি করার পর বড় নোট দিলে খচরা পেতে ঝামেলা হতো। এখন সহজেই টাকা পেয়ে যাচ্ছি", বলেন শাপলা। শাপলার মতো এমন প্রায় ১২০০ মার্চেন্ট নিয়ে মতিঝিলে যাত্রা শুরু করেছে 'ক্যাশলেস বাংলাদেশ'। ডাব, ঝালমুড়ি ও আচার বিক্রেতা থেকে শুরু করে পান দোকানি, ফল বিক্রেতাসহ ছোটোখাটো দোকানিরা রয়েছেন ওই তালিকায়।

> "আগে কালি করার পর বড় নোট দিলে খুচরা পেতে ঝামেলা হতো। এখন সহজেই টাকা পেয়ে যাচ্ছি"

প্রথমে ১০টি ব্যাংক, তিনটি এমএফএস (মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস) ও তিনটি আন্তর্জাতিক পেমেন্ট দ্বিম অংশগ্রহণ করেছে এতে। ক্যাশলেস সেবা নিতে বা পেতে শুধু একটা ব্যাংকের অ্যাপ থাকলেই চলবে। অ্যাপে 'বাংলা কিউআর' কোডের মাধ্যমে সব ব্যাংকের গ্রাহক পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন। এছাড়া মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের অ্যাপ দিয়েও পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা যাবে।

শাপলার ঠিক পাশে বসে জুতা পলিশের কাজ করা রাকেশও যুক্ত হয়েছেন 'ক্যাশলেস বাংলাদেশ' উদ্যোগের সঙ্গে। মজুরি না পাওয়ার ক্ষেত্রে দুজনের অভিজ্ঞতাই কাছাকাছি। রাকেশ বলেন. "অনেক সময় জুতা কালি করার পরে ভাংতি নাই বলে টাকা পরে দিবে বলে কাস্টমার চলে যেত। এই টাকা আর কোনোদিনই পাইতাম না। এখন মোবাইলে টাকা দেওয়ার সিস্টেম হওয়াতে ভালো হইছে। আর ভাংতির ঝামেলা নাই।"



Kaler Kantha Date: 07-Feb-2021 | Page: 05



Nahian Al Rahman used to feel excited watching rockets flying on television during his childhood. Closing his eyes, he used to imagine that he was soaring a rocket through the air. As a child, Nahiyan had a dream of building rockets, and he never let his desire fade.

After getting admission to Mymensingh Engineering College in 2012, he along with some friends took the initiative to build a rocket during their first semester. But they kept the work suspended for about one year due to lack of money.

His rocket is the first weather research rocket made in the history of Bangladesh.

In the meantime, many of Nahiyan's friends joined jobs after completing his engineering degree, but he continued to build rockets without joining any job. Nahiyan worked on building rockets alone until 2018. He formed a 15-member team named DhumketuX. Of them, five to seven members worked on the project round the clock.

Nahiyan got the result of his continuous efforts in 2022 as he was able to accomplish the work of building rockets in that year. It is said that his rocket is the first weather research rocket (sounding rocket) made in the history of Bangladesh. The rockets have been named 'Dhumketu' after the name of national poet Kazi Nazrul Islam's famous magazine.

Nahiyan's 'Dhumketu' became the champion under the project category of the Rocketry Innovation Challenge 2022, organized by Aspire to Innovate (a2i) and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Aviation and Aerospace University (BSMRAAU). He was given Taka 50 lakh as seed money along with a certificate.







ছোটবেলায় টেলিভিশনে রকেট উড্ডয়নের দৃশ্য দেখে খুবই ভালো লাগত নাহিয়ান আল রহমানের; চোখ বন্ধ করে ভাবতেন রকেটে চড়ে দূর আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছেন তিনি। নিজের রকেট বানানোর ইচ্ছাও জাগত তার শিশুমনে। সেই ইচ্ছা আর স্বপ্নকে নিজের থেকে কখনো আলাদা হতে দেননি নাহিয়ান। তিনি বলেন, "২০১২ সালে ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম সেমিস্টার থেকেই কয়েকজন বন্ধু মিলে রকেট তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। কিন্তু রকেট তৈরিতে অনেক টাকার প্রয়োজন। তাই কাজটি প্রায় ১ বছর বন্ধ ছিল। পরবর্তীতে অনেকে কলেজ শেষ করে চাকরিতে যোগ দেন। আমি চাকরিতে যোগ না দিয়ে রকেট তৈরি করতে থাকি।"

> তার তৈরি রকেট বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম ওয়েদার রিসার্চ রকেট।

২০১৮ সালের আগ পর্যন্ত নাহিয়ান একাই এ নিয়ে কাজ করতেন। পরবর্তী একটি দল তৈরির প্রয়োজন অনুভব করেন। ২০১৮ সালে বেশ কয়েকজন তরুণ যুক্ত হন তার সঙ্গে। গড়ে ওঠে ১৫ সদস্যের দল ধূমকেতু এক্স। এদের মধ্য থেকে ৫-৭ জন এই প্রকল্পে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করেছেন। নাহিয়ানদের পরিশ্রমের ফল এলো ২০২২ সালে, অবশেষে তৈরি হলো রকেট।

নাহিয়ান বলেন, তার তৈরি রকেট বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম ওয়েদার রিসার্চ রকেট (সাউন্ডিং রকেট)। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত পত্রিকা ধূমকেতুর সাথে মিলিয়ে রকেটগুলোর নাম রাখা হয়েছে ধূমকেতু।

এটুআই এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমআরএএইউ) আয়োজিত রকেট্রি ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ২০২২-এর প্রজেক্ট ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নাহিয়ানদের 'ধূমকেতু'। উদ্ভাবক নাহিয়ানের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৫০ লাখ টাকার সিডমানি এবং সনদ।



Centralized Nebulizer System Unique Innovation for saving the life

Anwar Hossain, an electrician of a private hospital in Rajshahi, developed a 'Centralized Nebulizer System' to serve multiple patients simultaneously using one cylinder. Under this system, 30 patients can be supplied with nebulizing pipes at a time. Each nebulizing pipe and its doses are centrally controlled by this device. As a result, critical patients do not have to wait any longer. This system was introduced to prevent the wastage of time in providing care for severe respiratory problems.

Anwar used to teach diploma-level students the electro-medical course at his home in Dingadoba in Rajshahi city. In 2014, while he was working on the thesis of his two students of Rajshahi Polytechnic Institute, he got the idea of developing a centralized nebulizer system. Later, he gathered knowledge about medical equipment while working as an electrician in a private medical college in Rajshahi.

This system is currently in operation at NICVD and in several other hospitals.

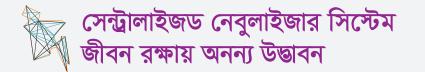
Seeing the pain of patients with respiratory problems, Anwar took the initiative to work on the central nebulization system. Subsequently, he along with his two students – Deepak Kumar Sheel and Sohail Rana of Rajshahi Polytechnic Institute – transformed the idea into reality. The three-member team presented their idea at the annual Digital Innovation Fair-2014 organized by a2i. The idea was selected from more than 100 innovative ideas at the district and national levels.

"We went to Dhaka in 2014 with financial support from a2i's Innovation Lab and received technical advice from experts to complete the work," said Anwar.

Piloting of the centralized nebulizer system was successfully conducted at the National Institute of Cardiovascular Diseases (NICVD) and at four hospitals in Gazipur. This system is currently in operation at NICVD and in several other hospitals.







হাসপাতালে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের কষ্ট দেখে নেবুলাইজেশন সিস্টেম নিয়ে কাজ করার চিন্তা আসে মো. আনোয়ার হোসেনের। যেই ভাবা সেই কাজ। নিজের দুই শিক্ষার্থী রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের দীপক কুমার শীল এবং সোহেল রানাকে নিয়ে নেবুলাইজার সিস্টেম তৈরির ধারণাকে পরিপূর্ণতা দেন তিনি।

রাজশাহীর একটি বেসরকারি হাসপাতালের ইলেকট্রিশিয়ান আনোয়ার। একটি সিলিন্ডার ব্যবহার করে একযোগে একাধিক রোগীকে সেবা প্রদানের জন্য 'সেন্ট্রালাইজড নেবুলাইজার সিস্টেম' তৈরি করেছেন। এই সিস্টেমের অধীনে হাসপাতালের বিভিন্ন বিছানার সাথে ৩০টি পর্যন্ত নেবুলাইজিং পাইপ থাকতে পারে। প্রতিটি নেবুলাইজার এবং ডোজগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে এই ডিভাইস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

> জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট এবং বেশ কয়েকটি হাসপাতাল বর্তমানে এই সিস্টেমটি চালু করছে।

এটি বেশ কয়েকজন রোগীকে একযোগে চিকিৎসা দিতে পারে। ফলে গুরুতর রোগীকে সেবা দিতে আর অপেক্ষা করতে হয় না। নেবুলাইজেশন সিস্টেমের মাধ্যমে গুরুতর শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সময়ের অপচয় রোধ করতে এই পদ্ধতিটি চালু করা হয়েছে। আনোয়ার হোসেন বলেন, "আমি রাজশাহী শহরের ডিঙ্গাডোবাতে আমার বাসায় ইলেক্ট্রো-মেডিকেল কোর্সে ডিপোমা স্তরের শিক্ষার্থীদের পড়াতাম। ২০১৪ সালে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে আমার দুই ছাত্রের থিসিসে কাজ করার সময় আমি সেন্ট্রালাইজড নেবুলাইজার সিস্টেম তৈরির ধারণা পেয়েছিলাম। পরে ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে রাজশাহীর একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে কর্মরত অবস্থায় চিকিৎসা সরঞ্জাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করি।"

তিন সদস্যের দলটি তাদের এই ধারণা এটুআই আয়োজিত বার্ষিক ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১৪-তে উপস্থাপন করেন। জেলা পর্যায়ে এবং পরে জাতীয় পর্যায়ে একশটিরও বেশি উদ্ভাবনী ধারণার মধ্য থেকে এ ধারণা নির্বাচিত হয়েছিল। আনোয়ার বলেন, "এটুআই এর ইনোভেশন ল্যাব থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে আমরা ২০১৪ সালে ঢাকায় এসেছিলাম এবং আমাদের কাজটি সুসম্পন্ন করতে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রযুক্তিগত পরামর্শ পেয়েছিলাম। পরবর্তীতে এটুআই এর আর্থিক সহায়তায় আমরা কাজটি সম্পন্ন করি।"

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে সফলভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহারের পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট এবং বেশ কয়েকটি হাসপাতাল বর্তমানে এই সিস্টেমটি চালু করছে।

146 | Digitalizing Lives

Digitalizing Lives | 147



'MyGov' allows import clearance at Yeacher's home

Md. Toki Yeacher Rahman is working as a Local Distribution Management (LDM) Analyst at LM Ericsson Bangladesh Limited. His company imports radio and non-radio equipment from abroad, for which clearance from the Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) is mandatory. Earlier, Yeacher had to visit the BTRC office with hard copies of documents to get clearance. But now he is getting the clearance, staying at home through the 'MyGov' app.

Yeacher found the 'MyGov' app very user-friendly as he could choose various options and upload information during applying to BTRC very easily. He gets SMSs when the application is completed and also after the application is settled. The status of the application can be traced. After the approval, the clearance letter is sent to email, which also can be downloaded from the app.

'MyGov' has gradually become more citizen-friendly.

Since the clearance letter is approved following visits to many desks at the BTRC, by the 'MyGov' app, the location of the application can be traced. If it faces any problem, it is solved quickly by visiting the specific desk or contacting over the phone.

Yeacher has been using 'MyGov' since March 2019. Soon after joining LM Ericsson Bangladesh, he came to know that his office had already taken the service through the app. Since then, he has taken 70-80 clearances from BTRC every year through 'MyGov'.

He found the app very helpful during the Covid-19 pandemic as then he could take the clearance and import products although all offices, including BTRC, were closed.

Yeacher said since 2022, 'MyGov' has gradually become more citizen-friendly. It is very convenient to get different services.







তকি ইয়াসির রহমান একটি বেসরকারি কোম্পানির হয়ে যন্ত্রপাতি আমদানির সঙ্গে জড়িত। এলএম এরিকসন বাংলাদেশ লিমিটেডের লোকাল ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট (এলডিএম) অ্যানালিস্ট হিসেবে কর্মরত তিনি। তার কোম্পানি বিদেশ থেকে রেডিও এবং নন-রেডিও সরঞ্জাম আমদানি করে, যার জন্য বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) থেকে ছাড়পত্র নেওয়া বাধ্যতামূলক।

সেই শর্ত পূরণে আগে কাগজের আবেদন নিয়ে সরাসরি যাওয়া লাগত। কিন্তু এখন লাগে না। এখন 'মাইগভ' অ্যাপ ব্যবহার করে ঘরে বসেই বিটিআরসির ছাত্রপত্র পেয়ে যাচ্ছেন তিনি। আবেদন নিয়ে দপ্তরে দপ্তরে যাওয়ার দিনও শেষ হয়েছে ইয়াসির রহমানের। ইয়াসির রহমান মনে করেন, খুবই ইউজার ফ্রেন্ডলি একটা ব্যবছা 'মাইগভ' অ্যাপ। তিনি বলেন, "বিটিআরসির আবেদন করতে গিয়ে বিভিন্ন অপশন বাছাই করা এবং তথ্য আপলোড করা যায় খুব সহজেই। আবেদন সম্পন্ন হলে এসএমএস পাই। আবেদন নিষ্পত্তির পরও এসএমএস আসে। আবেদন কোন অবছায় আছে- সেই স্ট্যাটাসও দেখা যায়। অনুমোদন হলে ই-মেইলে চলে আসে ছাড়পত্র। অ্যাপ থেকে ডাউনলোড করারও সুযোগ রয়েছে।"

> ইয়াসির রহমান মনে করেন, খুবই ইউজার ফ্রেন্ডলি একটা ব্যবস্থা 'মাইগভ' অ্যাপ।

ইয়াসির রহমান জানান, বিটিআরসিতে অনেকগুলো দপ্তর ঘুরে এসে ছাড়পত্র অনুমোদন হয়। 'মাইগভ' অ্যাপে আবেদনের সর্বশেষ অবস্থান জানার সুযোগ থাকায় বোঝা যায়, আবেদন কোন দপ্তরে আছে। কোনো সমস্যার কারণে ঝুলে থাকলে দ্রুত নির্দিষ্ট দপ্তরে গিয়ে বা ফোনে যোগাযোগ করে সমাধান করা যায়। দপ্তরে দপ্তরে ফাইল খুঁজতে হয় না।

২০১৯ সালের মার্চ থেকে মাইগভ অ্যাপ ব্যবহার করছেন ইয়াসির রহমান। এলএম এরিকসন বাংলাদেশে যোগ দেওয়ার পরপরই তিনি দেখতে পান– আগে থেকেই সেখানে এ পদ্ধতিতে সেবাটি নেওয়া হয়। তারপর প্রতিবছর বিটিআরসি থেকে ৭০-৮০টি ছাড়পত্র নিয়েছেন তিনি।

'মাইগভ' অ্যাপ ইয়াসির রহমানের খুবই উপকারে আসে করোনা মহামারির সময়ে চলা লকডাউন পরিস্থিতিতে। তখন বিটিআরসি অফিস বন্ধ থাকলেও তারা পণ্য আমদানি করতে পারেন। ইয়াসির রহমান বলেন, "করোনার মধ্য সবকিছু বন্ধ, বিটিআরসি অফিসও বন্ধ। কিন্তু আমরা ছাড়পত্র পেয়েছি এবং পণ্য আমদানি করেছি।" ইয়াসির রহমান বলেন, 'মাইগভ' ২০২২ থেকে দিন দিন অনেক বেশি নাগরিকবান্ধব হয়েছে। এখন সেবা পাওয়া অনেক সহজ, সময়ও লাগে অনেক কম।



'Ma-Telehealth' emerges as a blessing for pregnant women

Six-month pregnant Hriday Moni, a resident of Adarshanagar village of Mohongonj upazila in Netrokona district, fell sick amid the Covid-19 pandemic when all the hospitals and healthcare centres were busy with giving treatment to coronavirus patients, keeping aside their regular services to other patients.

She was suffering from cough and skin-related diseases. She and her family members were anxious about her health since all the healthcare facilities were virtually shut for other patients except the Covid-19 affected ones.

"I took medical services from the 'Ma-Telehealth Center' twice during my pregnancy and recovered from the diseases."

At that time, Moni came to know about the 'Ma-Telehealth Centre', a special service of the Department of Women and Children Affairs, which was rendering healthcare services online for pregnant and lactating mothers as well as children. She immediately called the centre and received treatment.

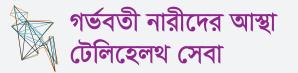
"I took medical services from the 'Ma-Telehealth Centre' twice during my pregnancy and recovered from the diseases," said Moni. She also received medical services from the centre when she was suffering from different complications after giving birth to her child. Moni also availed the services for her newborn baby Ishrat Jahan Nadia for the telehealth centre, and her baby is now well.

Moni's satisfaction over getting health services through 'Ma-Telehealth Center' under the supervision of a2i was manifested in her comment, "It (the centre) has emerged as a blessing for the poor pregnant women in rural areas of the country".

Since its inception, the telehealth centre has already served the people 4.39 lakh times.







নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা হৃদয় মণির গর্ভে তখন ছয় মাসের সন্তান। করোনাভাইরাস অতিমারির মধ্যে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিন্তু লকডাউনের ওই সময়ে কোভিড রোগী সামাল দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো। আর অন্য রোগীদের সেবা দেওয়া তখন প্রায় বন্ধ। "২০২০ সালে দেশব্যাপী লকডাউনের মধ্যে কাশি আর চর্মরোগে আক্রান্ত হই আমি। তার মধ্যে আমি ছয় মাসের গর্ভবতী। হাসপাতালে করোনা রোগী ছাড়া অন্যদের সেবাদান অনেকটাই বন্ধ। এ কারণে আমি এবং আমার পরিবার ভয়াবহ দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যাই," বলেন হৃদয় মণি।

দুর্ভোগের ওই সময়ে 'মা-টেলিহেলথ সেন্টার' সম্পর্কে জানতে পারেন হৃদয় মণি ও তার পরিবারের সদস্যরা। এই সেন্টারের মাধ্যমে গর্ভবতী নারী, দুগ্ধপোষ্য সন্তানের মা এবং শিশুদের অনলাইনে চিকিৎসা সেবা দেয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর। ১০৯ এবং ০৯৬৬৬৮৮৮৮৮৮ নম্বরে কলের মাধ্যমে সেবা দেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। দেরি না করেই ওই সেন্টারে ফোন করেন হৃদয় মণি, নেন চিকিৎসা সেবা।

> " মা–টেলিহেলথ সেন্টার–এর মাধ্যমে গর্ভাবস্থায় দুবার চিকিৎসা সেবা নিয়েছি আমি। সেই সেন্টার থেকে সেবা নিয়ে সুস্থ হয়েছি।"

হৃদয় মণি বলেন, 'মা-টেলিহেলথ সেন্টার'-এর মাধ্যমে গর্ভাবস্থায় দুবার চিকিৎসা সেবা নিয়েছি আমি। সেই সেন্টার থেকে সেবা নিয়ে সুস্থ হয়েছি।" সন্তান জন্মের সময় নানা ধরনের জটিলতা থেকে মুক্তি পেতেও 'মা-টেলিহেলথ সেন্টার'-এর দ্বারস্থ হন হৃদয় মণি। তিনি বলেন, "এখন শরীর বেশ ভালো। আমার সদ্য জন্ম নেওয়া মেয়ে ইশরাত জাহান নাদিয়ার জন্য বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্য পরামর্শ সেখান থেকে পেয়েছি। আমার মেয়েও ভালো আছে।" গর্ভবতী মা ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মায়েদের জন্য এটুআই-এর এমন টেলিহেলথ সেবায় সন্তোষ প্রকাশ করে হৃদয় মণি বলেন, "গ্রামের গর্ভবতী নারীদের জন্য এখন এটা এখন একটা আস্থার জায়গা।"

মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের বান্তবায়নে, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ ও এটুআইয়ের তত্ত্বাবধানে সেবা দিচ্ছে 'মা-টেলিহেলথ সেন্টার'। ইতোমধ্যে নাগরিকগণ ৪ লক্ষ ৩৯ হাজারেরও অধিক বার এই টেলিহেলথ সেন্টার থেকে সেবা লাভ করেছেন।



National Dashboard: A unique initiative in combating Covid-19

It was 2020. Like other countries across the globe, the lethal coronavirus attacked Bangladesh in March andationwide lockdown was imposed to stem the spread of COVID-19. At the directive of Prime Minister Sheikh Hasina, the National Technical Advisory Committee was formed with representatives from the Cabinet Division, Prime Minister's Office, Ministry of Health and IEDCR and expert doctors to tackle the pandemic.

The committee held an emergency meeting on stemming the virus. It decided to develop a 'Covid-19 National Dashboard' jointly with IEDCR, Directorate General of Health Services (DGHS), National Technical Committee, and a2i, incorporating various data and information on monitoring and controlling Covid-19.

The dashboard helped in timely forecasting and giving information

Under the direct supervision of the national committee and with the guidance of the IEDCR and the DGHS, a2i developed the dashboard, the main objective of which was to inform about future actions to address the pandemic through data-based monitoring and analysis.

It helped the government identifz high-risk areas, using infection data-based maps of city corporations, wards, upazilas, districts and divisions, and ensure proper utilization and supply of medical equipment to hospitals. It also helped the people avail medical care at their nearest hospitals, providing information on the real-time capacity of Covid hospitals.

To tackle the pressure on hospitals, a daily analysis titled 'Hospital Capacity Planning', was made, which helped the hospital authorities to make decisions.

The dashboard helped in timely forecasting and giving information— on how many beds and how much personal protective equipment would be needed, when patients should be discharged to accommodate more patients, and how many doctors would be required to provide the medical services. The dashboard also played a key role in increasing public awareness about the spreading, symptoms and outbreaks of Covid-19.







সময়টি ২০২০ সাল। অন্য অনেক দেশের মতোই মার্চ থেকে কোভিড-১৯ মহামারির কবলে পড়ে বাংলাদেশ। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। কোভিডের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণ এবং কমিয়ে আনতে দেশে জারি করা হয় লকডাউন।

এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল মানচিত্র ব্যবহার করে সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ভিত্তিক সংক্রমণের তথ্যের মাধ্যমে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ; রিয়েল টাইম কোভিড হাসপাতালের ধারণক্ষমতা ও ব্যবহারের তথ্যের মাধ্যমে জনগণকে তার নিকটন্থ হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা গ্রহণে সহায়তা করা এবং সরকারকে চাহিদা অনুপাতে হাসপাতালসমূহে চিকিৎসা সরঞ্জামের সঠিক ব্যবহার এবং যথাযথ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সহায়তা করা।

> কোভিড–১৯ এর বিস্তার, লক্ষণ এবং প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতেও অসামান্য ভূমিকা রাখে এই ড্যাশবোর্ড।

এই ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে করোনার সময় হাসপাতালে যে চাপ পড়ে তা মোকাবেলার জন্য 'হাসপাতাল সক্ষমতা পরিকল্পনা' নামে দৈনিক অ্যানালাইসিস প্রদান করা হয়, যা হাসপাতালসমূহকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। কত শয্যার প্রয়োজন হবে, কত ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের প্রয়োজন হবে, অধিক রোগীকে সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কখন রোগীদের ছেড়ে দেওয়া হবে, মহামারির বিরুদ্ধে চিকিৎসাসেবা প্রদান করার জন্য কতজন চিকিৎসকের প্রয়োজন হবে- এসব বিষয়ে সময়োপযোগী পূর্বাভাস এবং যোগানে সহায়তা করে এই উদ্যোগ। কোভিড-১৯ এর বিস্তার, লক্ষণ এবং প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতেও অসামান্য ভূমিকা রাখে এই ড্যাশবোর্ড।

দেশের মানুষের কষ্ট এবং দুর্দশা লাঘবের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, আইইডিসিআর-এর প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের সমন্বয়ে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কারিগরি কমিটি গঠিত হয়। ওই কমিটি কোভিড-১৯ মহামারি নিয়ন্ত্রণ এবং এ বিষয়ক করণীয় নিয়ে জরুরিভিত্তিতে সভা পরিচালনা করে। সভায় আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কারিগরি কমিটি এবং এটুআই প্রোড্রাম সমন্বিতভাবে কোভিড পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ডাটা এবং তথ্যের সমন্বয়ে একটি 'কোভিড-১৯ জাতীয় ড্যাশবোর্ড' ডেভেলপ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

কোভিড-১৯ জাতীয় কারিগরি কমিটির সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং আইইডিসআর ও স্বাষ্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনায় এটুআই প্রোগ্রাম একটি কোভিড-১৯ ড্যাশবোর্ড তৈরি করে, যার মূল লক্ষ্য ছিল কোভিডের সময়ের তথ্যভিত্তিক পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে সরকার এবং স্বাষ্থ্য অধিদপ্তরকে অবহিতকরণ।



Touhida Shiropa's mother realized she was going through depression in 2015— when the people's awareness about mental health in Bangladesh was less than now. She and her younger brother, however, were able to bring their mother back to normal life after struggling with depression. Now she is a very cheerful, energetic and confident woman.

At that time, Touhida could understand the need of talking about mental health of the people, especially the caregivers.

The centre conducted 32,000 free counselling sessions during the Covid pandemic.

Touhida, however, started working with the mental health service centre 'Moner Bondhu' from 2016. At first, the iDEA project of Bangladesh Computer Council stood by the centre. Touhida got a grant as one of the startups of the first batch after winning a competition organized by the iDEA Project. And immediately, she started work and conducted mental health awareness workshops across Bangladesh.

Then gradually, various institutions like BRAC, USAID and UNDP extended their cooperation. The psychiatrists of 'Moner Bondhu' served the patients, maintaining professionalism. Since it is a woman-friendly health facility, girls and women of all ages used to take service from the centre even before Covid-19.

In association with the UNDP, the centre served 18,000 people from 52 districts across the country round the clock in 2020 through videoconferencing and telecounselling. The centre conducted 32,000 free counselling sessions during the Covid pandemic. Moner Bondhu also served 15,000 garment workers through BGME.

It became champion in 'Call for Nation' and was selected as the best startup in Youth Co. Lab City Foundation at the national level.

The ICT Division invested in Moner Bondhu in March 2021 under the campaign 'Shata Barshe Shata Asha (100 hopes in centenary), marking the Mujib Year.







২০১৫ সালের কথা। বাংলাদেশে মানসিক স্বাষ্থ্য নিয়ে এখনকার মতো সচেতন নয় মানুষ। সেই সময়ে ডিপ্রেশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তৌহিদা শিরোপার মা। তখন ডিপ্রেশনের সঙ্গে যুদ্ধ করে মাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনেন তৌহিদা শিরোপা ও তার ছোটোভাই। এখন তিনি খুব হাসিখুশি, উদ্যমী এবং প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী একজন মানুষ।

সেই সময়ের কথা স্মরণ করে তৌহিদা শিরোপা বলেন, "তখন আমরা বুঝেছিলাম– কেন মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা উচিত। কীভাবে এই সমস্যা থেকে বের হওয়া যায়। একই সঙ্গে যারা কেয়ারগিভার থাকেন, তাদেরও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা উচিত। করোনার সময়ে আমরা দেখেছি, মন ভালো থাকা কতটা জরুরি।"

> " করোনাকালীন আমরা ৩২ হাজার ফ্রি কাউন্সোলং সেশন নিয়েছি। "

এমন ভাবনা থেকে ২০১৬ সালে মানসিক স্বাষ্থ্যসেবাকেন্দ্র 'মনের বন্ধু' নিয়ে কাজ শুরু করেন তৌহিদা শিরোপা। প্রথমে 'মনের বন্ধু'র পাশে দাঁড়ায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আইডিয়া প্রকল্প। আইডিয়া অনুদান পেয়ে মাঠে নেমে পড়ার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, "ওই অনুদান দিয়ে আমরা সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মানসিক স্বাষ্থ্যবিষয়ক সচেতনতা কর্মশালা পরিচালনা করি। তারপর ধীরে ধীরে ব্র্যাক, ইউএসএআইডি, ইউএনডিপিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আমাদের কাজও এগিয়ে যেতে থাকে।"

'মনের বন্ধু'র প্রশিক্ষিত অভিজ্ঞ মনোবিদ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা সব ধরনের গোপনীয়তা বজায় রেখে সেবা দেন। এটি একটি নারীবান্ধব প্রতিষ্ঠান। করোনা পরিছিতিতে শুধু নয়, এর আগেও নারীরা 'মনের বন্ধু'কে তাদের মনের পাশে পেয়েছেন, তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের সেবা নিয়েছেন।

ইউএনডিপির সহায়তায় ২০২০ সালে ৫২টি জেলা থেকে ১৮ হাজার মানুষ 'মনের বন্ধু' ২৪ ঘণ্টা ফ্রি ভিডিও ও টেলি কাউন্সেলিং সেবা নিয়েছেন। তৌহিদা শিরোপা বলেন, "এ ছাড়া করোনাকালীন আমরা ৩২ হাজার ফ্রি কাউন্সেলিং সেশন নিয়েছি। বিজিএমইএর মাধ্যমে ১৫ হাজার গার্মেন্টস শ্রমিককে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দিয়েছে 'মনের বন্ধু'।

'মনের বন্ধু' 'কল ফর নেশন'-এ চ্যাম্পিয়ন এবং ইয়ুথ কো. ল্যাব সিটি ফাউন্ডেশন জাতীয় পর্যায়ে সেরা স্টার্টআপ হয়েছিল। মুজিববর্ষ উপলক্ষে ২০২১ সালের মার্চ মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ 'শতবর্ষে শতআশা' ক্যাম্পেইনের আওতায় স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি 'মনের বন্ধু'তে বিনিয়োগ করে।



Sheikh Russel Digital Lab: School students are now skilled in ICT

Jarmim Akter Tumpa, a 10th grader of Rajshahi River View Collectorate School, was browsing the internet with a computer at the Sheikh Russel Digital Lab set up in the school. She learnt how to operate computers from her school lab as there was no computer at her home. It was very exciting for her to touch a computer for the first time at school. But now she is much more efficient at Microsoft Office and Microsoft Excel, creating result sheets and browsing the internet.

The digital lab in the school has opened the door of learning about digital technology for students, even from lower-income families. "The students, who are unable to buy any computer, can now learn about digital technology from the school lab," Tumpa said.

"The students, who are unable to buy any computer, can now learn about digital technology from the school lab."

'Sheikh Russel Digital Lab' is promoting and inspiring multimedia education at PSC, SSC and HSC levels by providing state-of-the-art computer facilities and strengthening the institutional capacity by ensuring the quality of education with the highest use of ICT.

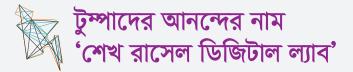
So far, 8,000 Sheikh Russel Digital Labs have been set up at different educational institutions, including schools, colleges, universities and madrasahs, across the country.

The Collectorate School is one of those educational institutions where the Sheikh Russel Digital Lab has been set up. There are 25 computers in the lab, while the school on the bank of the Padma River is also well equipped with other digital technologies and devices.

The lab is helping the students get an overall idea on computer education from the school level while they are also being enriched with ICT knowledge. It has dispelled the students' fear centering computer operation.







রাজশাহীর রিভার ভিউ কালেক্টরেট স্কুলের শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের একটি কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করছিল দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী জারমিন আক্তার টুম্পা। তার বাসায় কোনো কম্পিউটার নেই। স্কুলের ল্যাব থেকেই কম্পিউটার শিখেছে সে। "আমার স্কুলে প্রথমবারের মতো কম্পিউটার স্পর্শ করা আমার জন্য অনেক মজার ছিল। কিন্তু এখন আমি মাইক্রোসফট অফিস, মাইক্রোসফট এক্সেল, রেজাল্ট শিট তৈরি এবং ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করেছি", এভাবে আনন্দ নিয়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে কম্পিউটার শেখার কথা জানায় এই শিক্ষার্থী।

ন্ধুলণ্ডলোতে ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করায়, শিক্ষার্থীদের, বিশেষত যাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, তাদের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষার একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। টুম্পা বলল, "যেসব শিক্ষার্থীর কম্পিউটার কেনার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই, তারা এখন স্কুল ল্যাব থেকে ডিজিটাল প্রযুক্তি শিখতে পারছে।"

> "যেসব শিক্ষাথীর কম্পিউটার কেনার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই, তারা এখন স্কুল ল্যাব থেকে ডিজিটাল প্রযুক্তি শিখতে পারছে।"

টুম্পার মতো শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাল্টিমিডিয়া শিক্ষার বিকাশ এবং তাদেরকে প্রযুক্তি জ্ঞানে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব'। ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ও আধুনিক সব সরঞ্জামে সজ্জিত এসব ল্যাব। এখন পর্যন্ত ক্ষুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসহ সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৮ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্পের অধীন মেধাভিত্তিক জাতি গঠনের ঘোষণার সাথে সঙ্গতি রেখে ল্যাবগুলো স্থাপন করা হচ্ছে। ২০২৫ সালের মধ্যে আরো ২৭ হাজার 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' ও ৩ শ' ক্ষুলস অব ফিউচার স্থাপন করার লক্ষ্য নিয়েও কাজ করছে সরকার।

টুম্পাদের রাজশাহীর রিভার ভিউ কালেক্টরেট ক্ষুলের শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে রয়েছে ২৫টি কম্পিউটার। ল্যাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ক্ষুলপর্যায় থেকেই কম্পিউটার শিক্ষার ওপর একটি সার্বিক ধারণা লাভ করছে। ল্যাবটি শিক্ষার্থীদের আইসিটিতে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করছে।



Qaumi student Minhaj now a successful freelancer

Minhaj, a permanent resident of Melandah Upazila in the Jamalpur district, spent his childhood in Sherpur. He memorized the Holy Quran in 2010 from Sherpur Jamea Siddiqia Madrasah and obtained Dawrae Hadith (honors) degree from there in 2017. Minhaj also obtained a Bachelor (honors) degree in Islamic Studies from Sherpur Government College in 2019 and a Master degree from Ananda Mohan College, Mymensigh, in 2021.

He got acquainted with information technology in 2017. One day, he came to know that an event will be organized on ICT-based professions on his college premises. Minhaj got registered for the event immediately, where he was informed that a project called LICT will start. Under the project, he enrolled on the 'Soft Skills and Graphics' course following a written test.

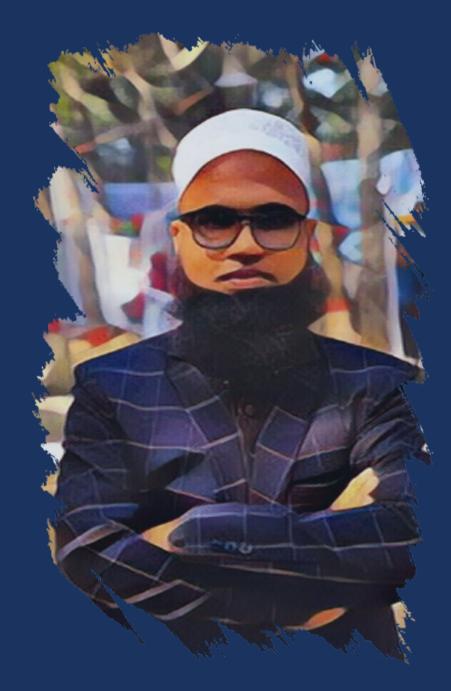
Minhaj now earns about USD \$1,500 per month.

Before completing the course, Minhaj got a job in a private aid organization with a salary of Taka 20,000 in 2017. He, however, started freelancing at the end of that year as a web developer after completing the course and started getting orders from foreign customers staying in Sherpur.

Minhaj now earns about USD \$1,500 per month through freelancing and working in an Australian organization.

He didn't stop his effort after getting success in the outsourcing field, but established a training centre named 'IT Touch in Qaumi Madrasah' for Qaumi students. He gave free computer training to about 700 Qaumi students through the centre.

"As I was a Qaumi student, I know their pain. So I opened the centre so that they could be self-employed instead of depending on the mosque-madrasah. Finally, they are now earning, staying at home," Minhaj said, who was conferred with the 'Sherpur Deputy Commissioner Entrepreneur Award' in 2021.





কওমি মাদ্রাসার মিনহাজ এখন সফল ফ্রিল্যান্সার, বিনামূল্যে দিচ্ছেন প্রশিক্ষণ

মিনহাজ উদ্দীন পড়াশোনা করেছেন কওমি মাদ্রাসায়, সাধারণ শিক্ষায়ও শিক্ষিত হয়েছেন। এর মধ্যে সরকারি একটি প্রকল্পে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে হয়েছেন সফল ফ্রিল্যাসার। নিজে সফল হয়ে থেমে থাকেননি মিনহাজ। প্রতিষ্ঠা করেছেন 'আইটি টাচ ইন কওমি মাদ্রাসা' নামের প্রশিক্ষণকেন্দ্র। যেখানে বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন প্রায় ৭০০ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে। নিজের এই পথচলার বর্ণনা দিয়ে মিনহাজ বলেন, "ফ্রিল্যাঙ্গিং করে এখন আমার মাসে আয় হয় প্রায় দেড় হাজার মার্কিন ডলার। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরিও করি।"

মিনহাজ উদ্দীনের বাড়ি জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলায়। তবে তার জন্ম শেরপুরে, শৈশবও কেটেছে শেরপুরে। শেরপুরের জামিয়া সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসা থেকে ২০১০ সালে কোরআনে হাফেজ হন তিনি। একই মাদ্রাসা থেকে ২০১৭ সালে দাওরায়ে হাদিসে (স্নাতকোত্তর ম্বীকৃতিপ্রাপ্ত) পাশ করেন। এরপর শেরপুর সরকারি কলেজ থেকে ২০১৯ সালে ইসলামিক স্টাডিজে স্নাতক এবং ২০২১ সালে ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজ থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন মিনহাজ।

> "ফ্রিল্যান্সিং করে এখন আমার মাসে আয় হয় প্রায় দেড় হাজার মার্কিন ডলার।"

২০১৭ সালে তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হন মিনহাজ। একদিন খবর পেলেন, কলেজ প্রাঙ্গণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক পেশা নিয়ে সেমিনার আয়োজন হবে। কিছু না বুঝেই নিবন্ধিত হলেন। সেই আয়োজনে সফল মানুষদের কথা শুনে মিনহাজ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। লিখিত পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হন 'সফট ক্ষিল ও গ্রাফিকস' প্রশিক্ষণ কোর্সে।

কোর্স শেষ হওয়ার আগে আগে ২০১৭ সালে একটি বেসরকারি সাহায্য সংস্থায় ২০ হাজার টাকা বেতনের চাকরি হয়ে যায় মিনহাজের। ওই বছরের শেষদিকে ফ্রিল্যাঙ্গিং শুরু করেন তিনি। কাজ ছিল ওয়েব ডেভেলপমেন্টের। শেরপুরে বসেই বিদেশি গ্রাহকদের কাজ পেতে থাকেন।

প্রায় সাতশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা তুলে ধরে মিনহাজ বলেন, "কওমি মাদ্রাসার ছাত্র ছিলাম, জানি কষ্ট কেমন। মাদ্রাসার ছাত্ররা যেন মসজিদ-মাদ্রাসার ওপর নির্ভর না করে নিজেদের কর্মসংস্থান নিজেরাই করতে পারে, সেই উদ্যোগ নিচ্ছি। কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররাও এখন দেশে বসে বিদেশের কাজ করতে পারছে।"

২০২১ সালে শেরপুরের 'জেলা প্রশাসক উদ্যোক্তা পুরস্কার' পেয়েছেন মিনহাজ উদ্দিন।



After obtaining a Master of Business Administration (MBA) degree in 2019 from the Asian University of Bangladesh, Trishna joined the human resources department of an organization in Dhaka. But she returned to her ancestral home at Kakarkandi village in Nalitabari Upazila of Sherpur as she could not adapt herself to the job. She was submitting resumes regularly to various institutions but didn't get any response.

At that time, Trishna got advice from an acquaintance about earning through freelancing. Wasting no time, she got enrolled in a graphic design course, which relieved her from the struggle of finding jobs. Meanwhile, she got a job in an Australian company. But she rejected the job following her father's advice., "if you can earn money staying at home, why should you go to Australia?" This freelancer from the Garo community is now earning through outsourcing staying at her village.

This freelancer from the Garo community is now earning through outsourcing staying at her village.

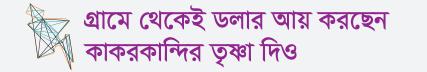
Though her average monthly income is now about Taka 60,000, she earned Taka 86,000 in July 2022. Since her village regularly faces power rotation for hours every day, a laptop or desktop can't be run for long, even using IPS. So, if uninterrupted electricity would be ensured, her monthly income would be increased up to Taka 2 lakh.

Initially, she got work for US\$86 after six months of completing her training. As the quality of her work was good, she got seven more works through that customer. Currently, she is doing designs of various types of posters, business cards, social media campaigns, identity cards, and restaurant menus.

Some people in the village used to gossip about her even though she was working as a freelancer staying at home. "My current success gave a befitting reply to them," said Trishna.







এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে ২০১৯ সালে ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে এমবিএ পাশ করে ঢাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মানবসম্পদ বিভাগে চাকরি নেন তৃষ্ণা দিও। কিন্তু কাজের ধরনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে চাকরি ছেড়ে দেন। চলে যান গ্রামের বাড়ি শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার কাকরকান্দিতে। গ্রাম থেকেই নিয়মিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জীবনবৃত্তান্ত পাঠাতে থাকেন তিনি। কিন্তু কোনো সাড়া পাননি। এমন সময় পরিচিত একজনের কাছ থেকে ফ্রিল্যান্সিং করে আয়ের পরামর্শ পান তিনি। দেরি না করে ভর্তি হন গ্রাফিকস ডিজাইন কোর্সে।

গ্রাফিকস ডিজাইনের কাজ শেখার পর চাকরি খোঁজার সেই লড়াই আর করতে হয়নি তৃষ্ণাকে। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেয়েও তা ফিরিয়ে দেন। নিজ গ্রাম কাকরকান্দিতে থেকে ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন গারো সম্প্রদায়ের এই ফ্রিল্যান্সার। তৃষ্ণা বলেন, "২০২২ সালের জুলাই মাসে আয় করেছি ৮৬ হাজার টাকা। পরিমাণ কমবেশি হলেও কমপক্ষে ৬০ হাজার টাকা আয় হয় প্রতি মাসে।"

> নিজ গ্রাম কাকরকান্দিতে থেকে ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন গারো সম্প্রদায়ের এই ফ্রিল্যান্সার।

গ্রামে নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন তৃষ্ণা। তিনি বলেন, "প্রশিক্ষণ নেওয়ার প্রায় ছয় মাস পর আমি ৮৬ ডলারের একটি কাজ পেলাম। কাজের মান ভালো হওয়ায় সেই গ্রাহকের মাধ্যমে আরও সাতটি কাজ করলাম। বর্তমানে আমি বিভিন্ন ধরনের পোস্টারের নকশা, বিজনেস কার্ড, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা, পরিচয়পত্র, রেম্ভোরাঁর খাবারের তালিকা, প্রচারপত্র ইত্যাদির নকশা করছি।"

নিজের ঘরে বসে ফ্রিল্যাঙ্গিং কাজ করলেও গ্রামে কানাঘুষা চলত বলে জানালেন তৃষ্ণা দিও। বর্তমান সফলতা সেসবের জবাব দিয়েছে। তৃষ্ণা বলেন, "অস্ট্রেলিয়ার একটি প্রতিষ্ঠানে সরাসরি কাজের প্রস্তাব পেয়েছিলাম। স্পঙ্গরও তৈরি ছিল। কিন্তু আমার বাবা বললেন, গ্রামে বসেই যদি আয় করতে পারো, তাহলে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে লাভ কী? আমিও ভেবে দেখলাম, কেন যাব আমার গ্রাম ছেড়ে বিদেশে। প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে গ্রামেই থেকে গেলাম।"



সকল তথ্য ও সেবা এক ঠিকানায় bangladesh.gov.bd



সরকারি সেবা mygov.bd



স্মার্ট ভূমিসেবা এক ঠিকানায় land.gov.bd



সকল বিচারিক তথ্য ও সেবা এক ঠিকানায় judiciary.gov.bd



সরকারি সেবা ও পরিষেবা বিল এখন হাতের মুঠোয় ekpay.gov.bd



সবার জন্য সহজ ই-কমার্স ekshop.gov.bd



অনলাইনে শিখুন যখন যেখানে ইচ্ছে muktopaath.gov.bd



শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষক teachers.gov.bd

দক্ষ যুবশক্তির

সহজ সমাধান nise.gov.bd







জনগণের দোরগোড়ায় সেবায় ডিজিটাল সেন্টার



সরকারি তথ্য ও সেবায় কল করুন ৩৩৩

TOW CONTROL OF CONTRON

